উপজেলা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

(২০১৯-২০ থেকে ২০২৩-২৪)

উপজেলা পরিষদ
নাজিরপুর, পিরোজপুর

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা নাজিরপুর, পিরোজপুর।

উপদেষ্টা

জনাব শ.ম. রেজাউল করিম, এম পি

মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

সার্বিক সহযোগিতায়

অমূল্য রঞ্জন হালদার

চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, নাজিরপুর, পিরোজপুর।

শেখ মোস্তাফিজুর রহমান

ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, নাজিরপুর, পিরোজপুর।

শাহরিয়ার ফেরদৌস

মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, নাজিরপুর, পিরোজপুর।

সম্পাদনায়

মোহাম্মদ ওবায়দুর রহমান

উপজেলা নির্বাহী অফিসার

নাজিরপুর, পিরোজপুর।

কারিগরী সহযোগিতায়

পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক কারিগরী দল (টিজিপি), উপজেলা পরিষদ, নজিরপুর, পিরোজপুর।

অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহোরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি (ইউসিএফবিপিএলআরএম), উপজেলা পরিষদ, নাজিরপুর, পিরোজপুর।

মুদ্রণে

ডিজিটাল মিডিয়া, পোষ্ট অফিস রোড, পিরোজপুর।

গ্রন্স্বত্ব

উপজেলা পরিষদ, নাজিরপুর, পিরোজপুর।

প্রকাশকালঃ জুন, ২০১৯

নাজিরপুর এলাকাবাসীর জন্য উৎসর্গীকৃত...

বানী

নাজিরপুর উপজেলার সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা ও বাস্তবায়নের জন্য উপজেলা পরিষদ কর্তৃক একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২৪) প্রণয়নের জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত।উপজেলা পদ্ধতি গ্রাম বাংলার তৃণমূল পর্যায়ের গণমানুষের প্রাণের দাবি। তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ ও ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯১ সালে বিএনপি কর্তৃক বন্ধ করে দেয়া উপজেলা প্রথা চালুর উদ্দেশ্যে ১৯৯৮ সালে উপজেলা পরিষদ আইন পাশ করেন। ২০১০ বিধিমালা, (দায়িত্ব, কর্তব্য, আর্থিক সুবিধা) উপজেলা পরিষদ বাজেট, (প্রণয়ন ও অনুমোদন) চুক্তি সম্পাদন, সম্পত্তি হস্তান্তর, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিধি বিধান প্রণয়ন করেন। জনকল্যাণ ও সু-শাসন প্রতিষ্ঠাই এর মূল লক্ষ্য।হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতীর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা, কবি গুরুর স্বপ্নের বাংলা, নজরুলের বাংলাদেশ, জীবনানন্দের রুপসী বাংলা গড়ে তোলাই আমাদের সকল কর্মকান্ডের মূল লক্ষ্য।

নাজিরপুর উপজেলা পরিষদের যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে এ পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন তাদের সবাইকে বাংলাদেশ আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। যে উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা করা হয়েছে তাদের প্রত্যাশা পূরণ হোক। জনগণ এর সুফল ভোগ করুক এটাই আমার একমাত্র কামনা। সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা।

শ.ম. রেজাউল করিম
মাননীয় সংসদ সদস্য
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

নাজিরপুর উপজেলা পরিষদ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২৪) প্রণয়ন করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ বার্ষিক পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন নাজিরপুর উপজেলার অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ পরিবেশ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার পাশাপাশি উপজেলা পরিষদকে অধিকতর কার্যকর ও গতিশীল করে তুলবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একটি দক্ষ ও বিজ্ঞানমনস্ক প্রজন্ম গড়ে তুলতে উপজেলা পর্যায়ে সুশাসন নিশ্চিত করতে এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য । একটি ক্ষুধা দারিদ্র্যমুক্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানে উপজেলা পর্যায়ে এই পরিকল্পনা প্রণয়ন নি:সন্দেহে প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য নাজিরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এ পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন এবং নাজিরপুর উপজেলার উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

জেলা প্রশাসক
পিরোজপুর

বাণী

স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রজেক্টের সহায়তায় নাজিরপুর উপজেলা পরিষদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২৪ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। নাজিরপুর উপজেলা ২২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২৪ প্রণয়ন করতে পেরেছে যা পরিষদের সক্ষমতা ও দক্ষতা অর্জনে একটি গুরত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে আমি মনে করি। উপজেলা পরিষদকে একটি সেবাধর্মী ও গণতান্ত্রিক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই প্রকাশনা কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। এই পরিকল্পন উপজেলা পরিষদ আইন ও বিধিবিধান অনুযায়ী সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকৃত অর্থে একটি শক্তিশালী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে সাধারন মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করতে সক্ষম হবে- এ আমার প্রত্যাশা।

পরিশেষে তথ্য,পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রণয়ন ও প্রকাশের সাথে সম্পৃক্ত জনপ্রতিনিধি,সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ উদ্যোগ অন্যান্য উপজেলা পরিষদকেও অনুপ্রাণিত করবে বলে আমার বিশ্বাস।

উপ-পরিচালক
স্থানীয় সরকার, পিরোজপুর

মুখবন্ধ

সু-শাসন,স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা প্রতিটি কাজে প্রতিটি মানুষের দাবীা। প্রতিটি কাজের ও সকল প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা, কর্মপদ্ধতি সুচিন্তিত হলে এবং তা যদি সৎ, সু-শিক্ষিত, জ্ঞানী, অভিজ্ঞ ও নন্দিত জনপ্রতিনিধি দ্বারা তৈরী করা হয় বাস্তবায়িত হয়, তা হলে অবশ্যই সু-শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। কাজের স্বচ্ছতা থাকবে, থাকবে জবাবদিহিতা।

নাজিরপুর উপজেলা আমার প্রিয় জন্মভূমি। বাংলাদেশের একটি নিভৃত পল্লী। নদী ও অসংখ্য খাল বিল ঘেরা এই উপজেলার উর্বর মাটি, খাল, বিল, অভয়-আশ্রম, গাছপালা, প্রকৃতি, মানুষের মৌলিক চাহিদা সরকারের রুপকল্প ২০২১ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের উপজেলা পরিষদের স্থানীয় অনুদান সব কিছুই বিবেচনায় রেখেই ২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২৪ খ্রিঃ সালের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাটি আমরা প্রস্তুত করেছি।

আমাদের বিশ্বাস সকলের চাহিদার ও প্রয়োজনের একটি প্রতিচ্ছবি এর মাধ্যমে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছি। বর্তমান সরকার উন্নয়নের অগ্রযাত্রার সাথে তাল মিলিয়ে নাজিরপুর উপজেলার আপাময় জনসাধারনের চাহিদার সমন্বয় ঘটিয়ে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাটির প্রণয়ন করা হয়েছে। আশা করি পরিকল্পনাটি বাস্তবে কার্যকরি হলে সকল মহলের প্রত্যাশা পূরণ হবে,উপজেলাবাসীর উন্নয়ন হবে এবং আমাদের প্রচেষ্টা সফল হবে।

অমূল্য রঞ্জন হালদার
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
নাজিরপুর, পিরোজপুর

আমাদের প্রত্যাশা

সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার মাধ্যমে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য পঞ্চবার্ষিক বাজেট পরিকল্পনা (২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২৪) প্রণয়ন একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ।

আমাদের অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও উপজেলা পরিষদের স্থায়ী কমিটি সমূহকে অধিকতর কার্যকরী করে উপজেলা আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি সাধন, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষার মান উন্নয়ন, যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন, সমাজসেবা, দারিদ্র দূরীকরনের গুরত্বারোপের মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট সকল কমকর্তাগন জনস্বার্থে এর প্রয়োগিক ভূমিকা নিশ্চিত করলে এ পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হবে ।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে উপজেলা পরিষদের সকল বিভাগ এবং বাস্তবায়নকারী সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থাকে তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে সর্বাত্নক প্রচেষ্টা গ্রহণের জন্য আহবান জানাচ্ছি।

মোহাম্মদ ওবায়দুর রহমান
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
নাজিরপুর, পিরোজপুর

নাজিরপুরের উন্নয়ন

উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাপনায় উপজেলা পর্যায়ে সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানকে জনগনের প্রতিষ্ঠানে রুপ দিতে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে প্রকল্প গ্রহণ বাস্তবায়নের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ জনগনের মধ্যে মেলবন্ধন তৈরী করতে সক্ষম। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে কৃষক,শ্রমিক, মেহনতি মানুষ,জেলে মজুরসহ সকল স্তরের মানুষের উন্নতি সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির জন্য নাজিরপুর উপজেলা পরিষদ নিরলস প্রচো ালিয়ে যাচ্ছে।

নাজিরপুর উপজেলাকে সুন্দর থেকে সুন্দরতম করার জন্য বাংলাদেশের মধ্যে একটি অন্যতম মডেল উপজেলা হিসেবে দাড় করাতে নিজের শৈল্পিক তুলিতে প্রতিদিন নতুন নতুন রুপ দিতে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

নাজিরপুর উপজেলাবাসীর সুখে দুঃখে সমৃদ্ধি পাশে থাকার কামনা করছি।

শেক মোস্তাফিজুর রহমান
ভাইস চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
নাজিরপুর, পিরোজপুর

বাণী

মানব জীবনের প্রতিটি কর্মকান্ডকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে হলে সর্বপ্রথম তার একটি মূল পরিকল্পনা থাকতে হবে। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যবিহীন কাজ জীবনের কোন দিন উন্নতি করতে পারে না। উন্নয়নশীল দেশে কোন উন্নয়নমূলক কাজ করতে হলে সর্বপ্রথম তার পরিকল্পনা একান্ত প্রয়োজন। অর্থ যাতে কোন ক্ষতি না হয় তাই একটি কাজের ভবিষৎ স্থায়িত্ব নিয়ে চুলচেড়া বিশ্লেষন করে চুড়ান্ত পর্যায়ে পৌছানোই বাঞ্চনীয়।

তাই বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ যেন উন্নয়নের কোন ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত না হয়, প্রতিটি উপজেলায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে উপজেলার জনগনের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অগ্রিম পরিকল্পনা প্রণয়নের নির্দেশনা দিয়েছেন। তাই নাজিরপুর উপজেলা পরিষদ (২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২৪) পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে।

একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে আমার আবেদন নাজিরপুর উপজেলার জনগন যেন উন্নয়নের ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত না হয়। জনগনের কর্মসংস্থান যেন বৃদ্ধি পায়। জনপ্রতিনিধিগণ সব সময় জনগনের নিকট দায়বদ্ধ থাকে। সেই দায়বদ্ধতা থেকে মুক্তি পেতে হলে উন্নয়নের অংশীদার হিসেবে জনগনকে সম্পৃক্ত করতে হবে। উপজেলা পরিষদ ও প্রশাসন যদি এক হয়ে কাজ করে তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমরা যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে যাচ্ছি আল্লাহর অশেষ রহমতে আমরা তা বাস্তবায়ন কওে সমৃদ্ধশালী নাজিরপুর উপহার দিতে পারবো ইনশাল্লাহ। আমি নাজিরপুরের প্রতিটি মানুষের উন্নতি ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।

শাহরিয়ার ফেরদৌস
মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
নাজিরপুর, পিরোজপুর

সূচিপত্র

১.ভূমিকা	১০-১১
১.উপজেলার পরিচিতি ও তথ্যচিত্র	১৩-১৫
২. উপজেলার আর্থ-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত	১৪-১৮
৩. উপজেলার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ	১৯-৩০
৪. বাজেটের সার-সংক্ষেপ	৩১
৫. বিভিন্ন উৎস হতে উপজেলায় পরিচালিত উন্নয়ন কার্যক্রম	৩২-৪৮
৬. রূপকল্প	৪৯
৭. পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খাতওয়ারী লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পরিমাপযোগ্য সূচক নির্ধারণ	৫০-৫৮
৮. পরিকল্পনা ফরম্যাট	৫৯-৬৫
৯.পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পরিকল্পনা	৬৬-৮৮
৯.উপজেলা পরিষদ, ইউসিএফবিপিএলআরএম এবং টিজিপি'র সদস্যের তালিকা	৬৯-৭১

ভূমিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ জনসেবা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন

সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ (উপজেলা পরিষদ আইন ২০০৯ ও সংশোধনী ২০১১) এর

ধারা ৪২ এ স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, উপজেলা পরিষদকে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। উপজেলা পরিষদ বাজেট (প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন) বিধিমালা, ২০১০ ধারা ১৩ তে বলা হয়েছে যে,বাজেটে উন্নয়ন প্রকল্পের বরাদ্দ বা খাতসমুহ পঞ্চবার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার নিরিখে করতে হবে এবং পরিকল্পনা বইয়ে অন্তর্ভুক্ত নাই এমন নতুন প্রকল্পে বাজেট বরাদ্দ রাখা যাবে না। আইনগত কাঠামোতে আরো সুপারিশ করা হয়েছে যে, বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে পঞ্চ-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে রেখে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রূপকল্প, খাতভিত্তিক অধিকতর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং প্রত্যাশিত ফলাফলের আলোকে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় অধিকতর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং অর্জন করা সম্ভব এমন টার্গেট বার্ষিক পরিকল্পনায় বর্ণিত থাকবে। এতে কর্মসূচির ইপ্সিত ফলাফল ও বাস্তবায়ন কৌশল ও উল্লেখ থাকবে। প্রাথমিকভাবে উপজেলা পরিষদের দায়িত্ব হচ্ছে পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা। নাজিরপুর উপজেলার জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২০-২৪ প্রনয়নে উপজেলা পরিষদ মুখ্য ভুমিকা পালন করেছে। অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আরোহন বিষয়ক উপজেলা কমিটি, পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি কমিটির সহায়তায় খসড়া পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করেছে।প্রকল্প নির্বাচনের জন্য প্রকল্প নির্বাচন কমিটি (পিএসসি) দায়িত্ব পালন করেছে । পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২০-২৪ প্রনয়ন জুলাই'১৯ হতে শুরু হয়ে বিভিন্ন ধাপ ও প্রক্রিয়া অনুসরন করে নভেম্বর'১৯ এ খসড়া উপজেলা পরিষদে অনুমোদিত হয়।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অনেকগুলো বিষয় অন্তর্ভুক্ত আছে যেমনঃ উপজেলার মানচিত্র, আর্থসামাজিক তথ্য ও উপাত্ত, বাজেটের সারসংক্ষেপ, পরিস্থিতি বিশ্লেষন, রূপকল্প ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, অভীষ্ট । এছাড়াও অন্তর্ভুক্ত আছে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

ফরম্যাট ও পরিবীক্ষন ও মূল্যায়ন পরিকল্পনা। উপজেলার মানচিত্র, আর্থসামাজিক তথ্য ও উপাত্ত একনজরে উপজেলা সম্পর্কে ধারনা প্রদান করে

এবং বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সূচকে উপজেলার পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে। পরিস্থিতি বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে উপজেলাসমূহ তাদের রূপকল্প, অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতের লক্ষ্য এবং পরিমাপযোগ্য সূচকসহ প্রত্যাশিত ফলাফল নির্ধারণ করেছে। এটি উপজেলাসমূহকে তাদের প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থের দিক, দুর্বলতার দিক, সুযোগ এবং ঝুঁকি সনাক্ত করতে সহায়তা করে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে উপজেলা পরিষদ, এনবিডি এবং ইউনিয়ন সমূহের সমন্বয়ের অংশ হিসেবে বিভিন্ন উৎস থেকে প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার মাধ্যমে উন্নয়ন

বরাদ্দকে চিহ্নিত করা হয়েছে। উপজেলাতে উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য প্রাপ্ত সকল সম্পদ বিবেচনা করার মাধ্যমে প্রত্যেক উপজেলা পরিষদ

উপজেলায় বাস্তবায়িত সকল উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টাসমূহের মধ্যে সমন্বয় এবং পরিপূরকতা বজায় রাখার পাশাপাশি উন্নয়ন কার্যক্রমগুলোর মধ্যে

কোন দ্বৈত্বতা থাকলে তা পরিহার করতে পারবে। এভাবে উপজেলা পরিষদ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনাতে উন্নয়ন তহবিলের সর্বোত্তম ব্যবহারের চেষ্টা

করতে পারে যা পরবর্তীতে উন্নয়নের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ফলাফল এবং প্রভাব নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে। পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ভিত্তিতে উপজেলা পরিষদ রূপকল্প, খাতওয়ারী লক্ষ্য এবং প্রত্যাশিত ফলাফল এমনভাবে নির্ধারন করেছে যেন উপজেলা পরবর্তী পাঁচ বছরের উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে সমর্থ হবে। বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণের আলোকে রূপকল্প হচ্ছে উপজেলার জনগনের জন্য অনুপ্রেরণাদায়ক কাঙ্ক্ষিত

ভবিষ্যত চিত্র। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে যেহেতু ইহা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রূপকল্প বিবরনীর সাথে সরাসরি

সম্পর্কযুক্ত। পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে হাতিয়া উপজেলা পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ভিত্তিতে পাঁচটি খাতের উপর গুরুত্বারোপ করেছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রতিটি লক্ষ্যের জন্য প্রত্যাশিত ফলাফল নির্ধারণ করা হয়েছে। উন্নয়ন উদ্যোগ গ্রহণের ফলে সৃষ্ট পরিবর্তনই ফলাফল। সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা ফলাফল ভিত্তিক হতে হবে।একটি ফলাফল সাধারনত ফলাফল বিবরনী দ্বারা পরিমাপযোগ্য সূচকের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়। রূপকল্প, পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, ফলাফল এবং পরিমাপযোগ্য সূচক নির্ধারণের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ তার আগামী পাঁচ বছরের অগ্রাধিকারসমূহ ঠিক করেছে এবং উন্নয়ন কার্যক্রম এবং বাস্ড়বায়ন পরিকল্পনা প্রনয়ণে করেছে। এই অগ্রাধিকারসমূহ উপজেলা উন্নয়ন কৌশল নির্বাচনের ভিত্তি হসেবে কাজ করবে যা পরিকল্পনা ফরম্যাট এ অন্তর্ভুক্ত হবে। এ পরিকল্পনা ফরম্যাট মধ্যমেয়াদী নীতি-নির্দেশনা যা উপজেলাকে পথ দেখায় উন্নয়নের কোন পথে সবচেয়ে কার্যকরী ও দক্ষতার সাথে রূপকল্প, পঞ্চ বার্ষিক লক্ষ্য, এবং প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জন করতে পারে। এই পরিকল্পনা ফরম্যাট পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য এবং ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে বার্ষিক পরিকল্পনার কোন কোন প্রকল্প, স্কিম অথবা উদ্যোগকে অর্থায়ন করতে হবে তা নির্ধারণ করেছে। পরিশেষে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষন ও পর্যালোচনা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেছে।

এক নজরে নাজিরপুর উপজেলাঃ

উপজেলার সাধারণ তথ্য ঃ (এক নজরে নাজিরপুর উপজেলা)
উপজেলার জনসংখ্যা, আয়তন, ভোটার, প্রশাসনিক একক ইত্যাদি বিষয় একটি সারণীতে এবং শিক্ষা,স্বাস্থ্য, অবকঠামো,কৃষি ও সেচ ,মৎস,ভূমি, খাদ্য প্রভৃতি একাধিক সারণীতে তথ্য প্রদান করা হয়েছে। ২৩৩.৬৩ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের নাজিরপুর উপজেলার মোট জনসংখ্যা ১৮০৪০৮ জন।

পিরোজপুর জেলা সদর থেকে নাজিরপুর উপজেলার দুরত্ব মাত্র ২০ কি. মি.। সড়ক পথে পিরোজপুর সদর থেকে বাস/সিএনজি/কার/ মটরসাইকেল যোগে অতিসহজে নাজিরপুর উপজেলায় যাতায়াত করা যায় এবং সময় লাগে সর্বোচ্চ ১ ঘন্টা। নাজিরপুর উপজেলার মোট জনসংখ্যা ১৮০৪০৮ জন (পুরুষ-৮৯৭১১ জন, মহিলা- ৯০৭৯৭জন)। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ০.০৯ %।

১.২ ভৌগোলিক অবস্থানঃ

নাজিরপুর উপজেলার আয়তন ২৩৩.৬৩ বর্গ কিঃ মিঃ। ইহা ২২ডিগ্রী ৪০ মিনিট এবং ২২ ডিগ্রী ৫২ মিনিট উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৯ ডিগ্রী ৫২ মিনিট এবং ৯০ ডিগ্রী ০৩ মিনিট ৮৯০৩৩ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ এর মধ্যে নাজিরপুর উপজেলা অবস্থিত। ইহার উত্তরে গোপালগঞ্জ জেলার টুংগিপাড়া ও কোটলীপাড়া এবং বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলা, পূর্বে বরিশাল জেলার বানারীপাড়া উপজেলা এবং পিরোজপুর জেলার নেছারাবাদ উপজেলা, দক্ষিণে পিরোজপুর জেলার পিরোজপুর সদর উপজেলা এবং বাগেরহাট জেলার কচুয়া উপজেলা। পশ্চিমে বাগেরহাট জেলার কচুয়া ও চিতলমারী উপজেলা অবস্থিত।

নাজিরপুর উপজেলার আয়তন ২৩৩.৬৩ বর্গ কিঃ মিঃ। ইহা ২২ডিগ্রী ৪০ মিনিট এবং ২২ ডিগ্রী ৫২ মিনিট উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৯ ডিগ্রী ৫২ মিনিট এবং ৯০ ডিগ্রী ০৩ মিনিট ৮৯০৩৩ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ এর মধ্যে নাজিরপুর উপজেলা অবস্থিত। ইহার উত্তরে গোপালগঞ্জ জেলার টুংগিপাড়া ও কোটলীপাড়া এবং বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলা, পূর্বে বরিশাল জেলার বানারীপাড়া উপজেলা এবং পিরোজপুর জেলার নেছারাবাদ উপজেলা, দক্ষিণে পিরোজপুর জেলার পিরোজপুর সদর উপজেলা এবং বাগেরহাট জেলার কচুয়া উপজেলা। পশ্চিমে বাগেরহাট জেলার কচুয়া ও চিতলমারী উপজেলা অবস্থিত।

উপজেলার আয়তন ২৩৩.৬৩ বর্গ কিঃ মিঃ।

১.৩ সাধারণ তথ্যঃ

১. জেলা সদর হতে দুরত্ব ২০ কি.মি.।
২. জনসংখ্যা ১৮০৪০৮ জন। (পুরুষ-৮৯৭১১ জন, মহিলা- ৯০৬৯৭ জন)
৩. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (বার্ষিক) জেলায় ০.০২% নাজিরপুর- ০.০৯%
৪. জনসংখ্যার ঘনত্ব ৭৮৯ জন (প্রতি বর্গ কি.মি.)।
৫. নির্বাচনী এলাকা ১২৭-পিরোজপুর-১

৬. ভোটার সংখ্যা ১২৩১১৩ জন (পুরুষ- ৬২৮৪০ জন, মহিলা- ৬০২৭৩ জন)
৭. ইউনিয়ন ৯ টি।
৮. মৌজা ৬৮ টি।
৯. গ্রাম ১৭১ টি।
১০. ডাক বাংলো ০২ টি।
১১. ব্যাংক শাখা ০৬ টি।
১২. সরকারি খাদ্য গুদাম ৪ টি।
১৩.টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ০১ টি।
১৪.পাঠাগার ০১ টি।
১৫.বেকার যুবক ৩৬,৬৬৮ জন। (মোট ভোটারের ২০%)

১৬.মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ৪৫৩ জন।(ভাতাভোগী)
১৭. উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ১ টি।
১৮.কমিউনিটি ক্লিনিক ৩৫ টি।
১৯. পাঁকা রাস্তা ৩৯.৮০ কি. মি.।

২০.কাঁচা রাস্তা ২৭.৫৮ কি. মি.।
২১.জলাশয় (খাস পুকুর) ১৪ টি।
২২.আশ্রয়ন প্রকল্প ১০ টি
২৩.ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র ১২ টি।
২৪. মোট কৃষি জমি ২৫,১০০ হেক্টর।
২৫. মসজিদ ৩৬৫ টি।
২৬. মন্দির ২০২ টি।
২৭. পোষ্ট অফিস ৯ টি।
২৮. সাব রেজিষ্টার অফিস ০১ টি।
২৯. পশু হাসপাতাল ০১ টি।
৩০.মোট প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৭৩ টি।
৩১.মোট মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৫৪ টি (সরকারি- ১টি, নি¤œ মাধ্যমিক- ১০, মাধ্যমিক- ৪৩ টি)।
৩২.কলেজ ৮ টি।
৩৩/কারিগরি কলেজ ১ টি।
৩৪. ফাজিল মাদ্রাসা ১ টি।
৩৫. আলিম মাদ্রাসা
৩৬.দাখিল মাদ্রাসা ১২ টি।
৩৭.শিক্ষার হার ৫৯.৩ %।
৩৮.নদীর সংখ্যা ০২ টি (বলেশ্বর ও মধুমতি নদী)।
৩৯. উপজেলা ভূমি অফিস ০১ টি।
৪০.ষ্টেডিয়াম ০১ টি।
৪১.বেসরকারী সংস্থা (ঘএঙ) ২২ টি ।
৪২.মোট নিবন্ধিত সংগঠন ১১২ টি।
৪৩.ইউনিয়ন পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ১০ টি।

৪৪.ইউনিয়ন ভূমি অফিস ০৮ টি।
৪৫.খাস জমির পরিমাণ ১৩০৮.৫৫ একর (কৃষি+অকৃষি)।
৪৬.রেন্ট সার্টিফিকেট মামলা ১১ টি।
৪৭.রেন্ট সার্টিফিকেট মামলায় দাবীকৃত টাকার পরিমাণ ৩১,৬৩১/-
৪৮.ভূমি উন্নয়ন কর দাবী (২০১৩-১৪) ১৯,২৩,০৪২/-
৪৯.আদায়ের হার(২০১২-১৩) ১২৪%।
৫০.ভূমি উন্নয়ন কর দাবী (২০১৪-১৫) ২৬,০৩,২৮১/-
তথ্য সূত্র ঃ আদম শুমারী-২০১১,

২.১ উপজেলা পরিষদের আর্থ-সামাজিক তথ্য

উপজেলা পরিষদ কার্যালয় ও নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ের জনবলঃ

ক্র.নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	পুরণকৃত পদ	শুন্য পদ
উপজেলা পরিষদ কার্যালয়				
১	চেয়ারম্যান	১	১	০
২	ভাইস-চেয়ারম্যান (পুরুষ)	১	১	০
৩	ভাইস-চেয়ারম্যান (মহিলা)	১	১	০
৪	সাট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	১	১	০
৫	জীপ চালক	১	১	০
৬	অফিস সহায়ক	২	২	০
৭	মালি (মাষ্টাররোল)	১	১	০
৮	সুইপার (মাষ্টাররোল)	১	১	০
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়				
১	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	১	১	০
২	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১	১	০
৩	উপ সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১	১	০

৪	হিসাব সহকারী	১	০	১
৫	জিপ চালক	১	১	০
৬	সার্টিফিকেট সহকারী	১	১	০
৭	ফটোকপি অপারেটর	১	১	০
৮	জারীকারক	২	২	০
৯	দপ্তরী	১	১	০
১০	নিরাপত্তা প্রহরী	২	২	০
১১	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	২	১	১

২.২ বিভিন্ন বিভাগের আর্থ-সামাজিক তথ্য

২.২.১ ইউনিয়ন সমুহের তথ্য

ইউনিয়নের নাম ও জিও কোড	আয়তন (একর)	জনসংখ্যা	মৌজার সংখ্যা	গ্রাম সংখ্যা
১ নং সিকদার মল্লিক	৬২৫১	১৭৩০৪	৮	২৩
২ নং কদমতলা	২৩৬৪	১৭৮২৪	৯	১৪
৩ নং দূর্গাপুর	৫৬৯৫.৮৮	৩৯৬৫২	৯	২৩
৪ নং কলাখালী	১৬৪২	১১১২৬	৮	১২
৫ নং টোনা	১৪৬০	১৩৫৫৭	৮	৮
৬নং শারিকতলা	৫৮৩৭	১৪০৪৫	১০	১৫
৭ নং শংকরপাশা	২৫১৯	২৯৯৬৫	১২	১৩

২.২.২ উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ঃ

০১	প্রকল্পভূক্ত ইউনিয়নের সংখ্যা	৭ টি
০২	প্রকল্পভূক্ত গ্রামের সংখ্যা	৯৮

০৩) জনবল কাঠামোঃ

নং	পদের নাম	মুঞ্জরী কৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শুন্য পদের সংখ্যা	মন্তব্য
১	উপজেলা সমাজসেবা অফিসার	০১ টি	০১	-	
২	উচ্চমান সহকারী-যুক্ত-হিসা রক্ষক	০১ টি	০১	-	
৩	ফিল্ড সুপার ভাইজার	০১ টি	-	০১	পিআরএল

					ছুটিতে
৪	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেট	০১ টি	-	০১	বদলী জনিত কারণে
৫	ইউনিয়ন সমাজকর্মী	০৯ টি	০৮	০১	ঐ
৬	কারিগরী প্রশিক্ষক	০৩ টি	০১	০২	পদোন্নতি কারণে
৭	অফিস সহায়ক	০১ টি	০১	-	
৮	নিরাপত্তা কর্মী	০১ টি	০১	-	
মোট		**১৮ টি**	**১৩ টি**	**০৫ টি**	

(ক) আর, এস,এস, কার্যক্রম ঃ

ক্রঃ নং	খাতের নাম	প্রাপ্ত বরাদ্ধ	বিনিয়োগকৃত অর্থ	আদায় যোগ্য অর্থ	আদায়কৃত অর্থ	অনাদায়ী অর্থ	আদায়ের হার
১	রাজস্ব তহবিল	৩,৬০,০০০/	৩,২৩,০০০/-	৩,২৩,০০০/-	৩,২৩,০০০/-	-	১০০%
২	ইউনিসেফ তহবিল	৪,০০,০০০/	৪,০০,০০০/	৪,০০,০০০/	৩,৯২,৪৯৫/	৭,৫০৫/-	৯৮%
৩	বিশেষ তহবিল	৬,০০,০০০/	৬,০০,০০০/	৬,০০,০০০/	৬,০০,০০০/	-	১০০%
৪	উন্নয়ন ৫ম পর্ব	১১,৩২,৫০০/	১১,৩২,৫০০/	১১,৩২,৫০০/	১১,৩২,৫০০/	-	১০০%
৫	উন্নয়ন ৬ষ্ঠ	১১,০০,০০০/ -	১১,০০,০০০/ -	১১,০০,০০০/ -	১১,০০,০০০/-	-	১০০%
৬	সুদমুক্ত ঋণ তহবিল	৪৮,৫০,০০০/ -	৪৮,৫০,০০০/ -	৫৩,৩৫,০০০/	৪০,১৫,০০০/-	১৩,২০,০০০/ -	
সর্বমোট		৮৪৪২৫০০/-	৮৪০৫৫০/-	৮৮৯০৫০০/-	৭৫৬২৯৯৫/-	১৩২৭৫০৫/-	৯৫%

খ) দগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের পূনবার্সন কার্যক্রমঃ

ক্রঃ নং	খাতের নাম	প্রাপ্ত বরাদ্ধ	বিনিয়োগকৃত অর্থ	আদায় যোগ্য অর্থ	আদায়কৃতঅর্থ	অনাদায়ী অর্থ	আদায়ের হার
১	এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের পুনবার্সন ঋণ কার্যক্রম	১৪,৮৭,১৮৭/	১৪,৭৭,১০০/-	১৪,৭৭,১০০/-	১১,৪২,৬০০/	৩,৩৪,৫০০/	৭৭%

২.২.৪ কৃষি

ক্রঃ নং	বিবরণ	পরিমাণ
১.	মোট এলাকা	৪০১১৬ হেক্টর
২.	উপজেলার সংখ্যা	১
৩.	পৌরসভার সংখ্যা	১
৪.	ইউনিয়নের ষংখ্যা	৭
৫.	মৌজার সংখ্যা	৮২
৬.	গ্রামের সংখ্যা	১০১
৭.	কৃষি ব্লকের সংখ্যা	৪৬
৮.	জন সংখ্যা	৪৭০৩৮৯
৯.	পুরুষ	২৩৫২১০
১০.	মহিলা	২৩৫১৭৯
১১.	মোট কৃষি পরিবারের সংখ্যা	৫৮০৩২৪
১২.	কৃষক শ্রেণী (সংখ্যায়)	
	ক) ভূমিহীন	২৭.৩১%
	খ) প্রান্তিক	৪১.৯৮%
	গ) ক্ষুদ্র	১৭.৪৯%
	ঘ) মাঝারী	১০.৯৩%
	ঙ) বড়	২.২৯%
১৩.	মোট জমি (হেঃ)	৪০১১৬
১৪.	স্থায়ী পতিত (হেঃ)	৫৫০
১৫.	অস্থায়ী পতিত (হেঃ	৪৬৫
১৬.	বনভূমি (হেঃ)	২২৮
১৭.	নীট ফসলী জমি (হেঃ)	৩০৯৪০
১৮.	এক ফসলী জমি (হেঃ)	৩১১০
১৯.	দো-ফসলী জমি (হেঃ)	২২১৯০

২০.	তিন ফসলী জমি (হেঃ)		৫৬৪০
২১.	চার ফসলী জমি (হেঃ)		৮৫০
২২.	মোট ফসলী জমি (হেঃ)		৬৪৪১০
২৩.	ফসলের নিবিড়তা (%)		২০৮%
২৪.	উচু জমি	৩৭.২%	১৮৮৩৪ হেঃ
২৫.	সমতল জমি	৪১.২%	৫৭৭৬ হেঃ
২৬.	মধ্যম নীচু জমি	১৫.৭%	৫৩৮০ হেঃ
২৭.	নীচু জমি	৪.৯%	৯৫০ হেঃ
২৮.	অতি নীচু	১ %	৪০১ হেঃ
২৯.	নীট চর এলাকা		১৪৮ হেঃ
৩০	বাৎসরিক বৃষ্টিপাত (মিঃমিঃ)		২১০-২৫০
৩১	উপজেলার সর্ব্বোচ তাপমাত্রা (সেলসিয়াস)		৩৫°
৩২	উপজেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (সেলসিয়াস)		১২°
৩৩	বিসিআইসি সার ডিলার সংখ্যা		১৬
৩৪	খুচরা সার বিক্রেতার সংখ্যা		১১৭
৩৫	বিএডিসি বীজ ডিলার সংখ্যা		৩২
৩৬	পাইকারী বালাইনাশক ব্যবসায়ীর সংখ্যা		৮
৩৭	খুচরা বালাইনাশক ব্যবসায়ীর সংখ্যা		১১০
৩৮	নার্সারী সংখ্যাঃ		
	ক) সরকারী		১
	খ) বেসরকারী		২৯
৩৯	কোল্ডষ্টোরের সংখ্যা		
	ক) সরকারী		-
	খ) বেসরকারী		১
৪০	মোট খাদ্যশস্য চাহিদা (মেঃ টন)		৯৬৭৮১
৪১	মোট খাদ্যশস্য উৎপাদন (মেঃ টন)		১৬৬৫৩৪
৪২	খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত (+) ঘাটতি (-) (বীজ ও অপচয় বাদে)		৬৯৭৫৩(+)

	সেচ যন্ত্র ব্যবহারের সংখ্যা	
৪৩	ক) গভীর নলকুপ	৩৮০
	খ) অগভীর নলকুপ	১৯১১
	গ) পাওয়ার পাম্প	৫৯৭
	ঘ) রোয়ার পাম্প	০
	ঙ) ট্রেডল পাম্প	০
৪৪	সেচকৃত জমির পরিমাণ (হেঃ)	২৬৯৫০
৪৫	সেচকৃত জমির হার (%)	৪৩%
৪৬	সয়েল মিনিল্যাবের সংখ্যা	৬
৪৭	গুটি ইউরিয়া তৈরী মেশিনের সংখ্যা	১৬
৪৭	গুটি ইউরিয়া এপ্লিকেটরের সংখ্যা	৪৮
৪৮	NPK তৈরীর কারখানার সংখ্যা	২
৪৯	ইউনিয়ন কমপ্লেক্স এ SAAOঅফিসের সংখ্যা	৫
৫০	কৃষি পরামর্শ কেন্দ্রের সংখ্যা	৫
৫১	জেলার বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের সংখ্যা	৫
৫২	আইপিএম ক্লাবের সংখ্যা	৫

২.২.৫ উপজেলা শিক্ষা অফিস

অফিস জনবল

পদের নাম	পদ সংখ্যা	কর্মরত	শুন্য পদ
উপজেলা শিক্ষা অফিসার	০১	০১	০০
সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার	১০	০৭	০৩
উচ্চমান সহকারী	০১	০১	০০

অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	০৩	০৩	০০
হিসাব সহকারী	০১	০০	০১
অফিস সহায়ক	০১	০১	০০

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়

প ২০২২

উয়স	বালক	বালিকা	মোট
৫ +	৫৭৬০	৬৩৬৩	১২১২৩
৬+	৮০৯৪	৮৯৫৫	১৭০৪৯
৭+	৭৯০৪	৮৭১৮	১৬৬২২
৮+	৭৭০০	৮২৯৮	১৫৯৯৮
৯+	৭৫৯৬	৮১২৯	১৫৭২৫
১০+	৭০০২	৭৩১০	১৪৩১২
মোট	৪৪০৫৬	৪৭৭৭৩	৯১৮২৯

ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা

শ্রেণি	বালক	বালিকা	মোট
প্রাক প্রাথমিক	৪০৯৫	৪৫১২	৮৬০৭
১ম শ্রেণি	৮০৩৯	৮৮৩৯	১৬৮৭৮
২য় শ্রেণি	৭৮৩৩	৮৬২২	১৬৪৫৫
৩য় শ্রেণি	৭৬১৫	৮২২৩	১৫৮৩৮
৪র্থ শ্রেণি	৭৫৭০	৭৯৯৮	১৫৫৬৮
৫ম শ্রেণি	৬৮৯১	৭২৭৮	১৪১৬৯

মোট	৪২০৪৩	৪৫৪৭২	৮৭৫১৫

ভর্তির হার ৯৯% ।

২.২.৬ মৎস্য সংক্রান্ত

এক নজরে মৎস্য বিষয়ক তথ্যাদিঃ

ক্র.নং	ডবষয়	বিবরণ/সংখ্যা
১	আয়তন	৪০১.১৬ ব.কিমি
২	লোক সংখ্যা	৪১৩৪৮৮ জন
৩	মৎস্য চাষীর সংখ্যা	১৬২০০ জন
৪	মৎস্যজীবির সংখ্যা	৫২৩০ জন
	মৎস্য খাদ্য কারখানা	
৫	বরফকল	৪ টি
৬	মৎস্য আড়ৎ সংখ্যা	৪ টি
৭	সরকারী হ্যাচারীর সংখ্যা	০
.৮	বেসরকারী হ্যাচারীর সংখ্যা (নিবন্ধিত)	২ টি
৯	জেলের সংখ্যা	৩৫৫০ জন
১০	নিবন্ধিত জেলের সংখ্যা	২৭১৮ জন
১১	আইডি কার্ড বিতরণ	২১২৪
১২	মৎস্য খাদ্য বিক্রেতা (পাইকারী)	০
১৩	মৎস্য খাদ্য বিক্রেতা (খুচরা)	২ টি
১৪	পোনা ব্যবসায়ী	২৬ জন
১৫	পোনার চাহিদা	২০৭ লক্ষ
১৬	পোনার উৎপাদন	১.৯ লক্ষ

১৭	রেনু উৎপাদন	১১০০ কেজি
১৮	মোট মাছের চাহিদা	১২৩০১ মেট্রিক টন
১৯	মোট মাছ উৎপাদন	২৪৬৩৭ মেট্রিক টন
২০	উদ্বৃত্ত মাছের পরিমান	১২৩৩৬ মেট্রিক টন

মৎস্য খামার ও উন্মুক্ত জলাশয় সম্পর্কিত তথ্যাদিঃ

ক্র.নং	জলাশয়ের ধরণ	সংখ্যা	আয়তন (হেক্টর)	উৎপাদন (হেক্টর)
১	বানিজ্যিক পুকুর	১৪১৩৫	২৩৬০.৪	২০৮২৫
২	অবানিজ্যিক পুকুর	২৪১	৪১	৬১
৩	মোট পুকুর	১৪৩৭৬	২৪০১.৪	২০৮৮৬
৪	নদী	৩	১৭২০	৩৬০
৫	বিল/জলমহাল	৯৫	১৫৯০	১১৭০
৬	প্লাবন ভুমি		৬৭০১	২১৩০
৭	বর্ষা প্লাবিত ধানক্ষেত		১৭৯	৯১
	মোট			২৪৬৩৭

২.২.৭ উপজেলা স্বাস্থ্য

জনবল কাঠামোঃ

উপজেলা	মেডিকেল অফিসার			জুনিয়র কনসালট্যান্ট			সিনিয়র স্টাফ নার্স			৩য় শ্রেনী			৪র্থ শ্রেনী		
	পদ সংখ্যা	কর্মরত	খালী	পদ সংখ্যা	কর্মরত	খালী	পদ সংখ্যা	কর্মরত	খালী	পদ সংখ্যা	কর্মরত	খালী	পদ সংখ্যা	কর্মরত	খালী
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	৭	৫	২	১০	৩	৭	২০	১৮	২	১৫২	১৩৩	১৯	২০	১৭	৩
উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র	৪	৩	১	০	০	০	০	০	০	৮	৬	২	৪	৪	০
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র	১০	৮	২	০	০	০	০	০	০	১০	৬	২	০	০	০

২.২.৮ মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতাধীন রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে পরিচালিত চলমান কর্মসূচীগুলো ৬টি গুচ্ছে বিভক্তঃ

* মানব সম্পদ উন্নয়ন ও আত্ম-কর্মসংস্থান
* দারিদ্র বিমোচন কর্মসংস্থান সৃষ্টি
* আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সামজিক সুরক্ষা
* প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাবাদী ও সেবা প্রদান
* সচেতনতা বৃদ্ধি এবং
* জেন্ডার সমতামূলক কার্যক্রম

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কার্যালয় ও কর্মসূচী সমূহ ঃ

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ০৭ টি শাখার মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়সহ মাঠ পর্যায়ে প্রশাসনিক ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়।

এছাড়া নানাবিধ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সেবা সমূহ বিস্তৃত।

কর্মসূচীর ধরন অনুযায়ী প্রকল্পগুলো ৪টি গুচ্ছে বিভক্তঃ

* খাদ্য সহায়তা ও দারিদ্র বিমোচন

* নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ

*সেবাদান মূলক

*মানব সম্পদ উন্নয়ন ও আত্মকর্মসংস্থান

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মূল কাজ সমূহঃ

- নারী উন্নয়ন ও জেন্ডার সমতার লক্ষ্যে মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল(MDG)ও দারিদ্র বিমোচন কৌশল পত্রের (PRSP) আলোকে রাজস্ব ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহন ও বাস্তবায়ন
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যেমে নারী উন্নয়নে গৃহীত সরকারী/বেসরকারী উদ্যোগ কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন।
- বৃত্তিমূলক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের মাধ্যেমে মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির ব্যবস্থা করা।
- আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূলধারায় নারীকে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যেমে উন্নয়ন কার্যক্রম গতিশীল করা।
- দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী মহিলাদের খাদ্য নিরাপত্তা,প্রশিক্ষন প্রদান এবং আয়বর্ধক কর্মসূচীতে অংশ্রগ্রহনের মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়নসহ দারিদ্র বিমোচনের ব্যবস্থা করা।
- দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচী
- দুঃস্থ মহিলা, অসহায় ও দরিদ্র গর্ভবতী মা'র জন্য ২ বছর মেয়াদী মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান করা। ভাতার পরিমান প্রতিমাসে = ৫০০/-করে।
- পৌরসভার কর্মজীবি মায়েদের জন্য ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল ভাতা প্রদান করা। ভাতার পরিমান প্রতিমাসে=৫০০/- করে। মোট ভাতাভোগীর সংখ্যা=৪০০ জন।

- বিভিন্ন বৃত্তিমূলক পেশায় প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত বিত্তহীন ও দরিদ্র মহিলাদের উৎপাদনমূখী কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋন প্রদান করা।
- নারীর প্রতি সহীংসতা রোধসহ নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহন করা।
- নির্যাতিত নারী ও শিশুদের আইনগত সহায়তা প্রদানসহ্ এসিডদগ্ধ নারীদের আশ্রয় ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করা।
- নির্যাতিত,দুঃস্থ নারী ও শিশুদের সাময়িক আশ্রয়সহ আর্থিক সাহায্য প্রদান করা।
- নারী ও শিশু পাচাররোধে জনসচেনতা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন আইন প্রয়োগের মাধ্যমে নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ কার্যক্রম গ্রহন করা
- মহিলা ও শিশু কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আশ্রয়ের পাশাপাশি সকল প্রকার শারিরীক ও মানসিক চিকিৎসাসহ প্রয়োজনীয় আইনগত সহায়তাপ প্রদানের ব্যবস্থা করা।
- কর্মজীবী ও শ্রমজীবী মায়েদের শিশুদের জন্য ঢাকাসহ সকল বিভাগীয় শহরে দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনা করা।
- বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র"অঙ্গন্" এর মাধ্যমে দুঃস্থ নারী সংগঠন ও নারী উদ্যেক্তাদের উৎপাদিত হস্থশিল্প ও বিভিন্ন দ্রব্যাদি প্রদর্শন ও বাজারজাতরকরণে সহায়তা করা।
- সেচ্ছাসেবী মহিলা সংগঠন সমূহের নিবন্ধন,নিয়ন্ত্রন,ও তদারকীসহ সংগঠন সমূহকে বাৎসরিক অনুদান প্রদান করা।
- নারী উন্নয়ন ও জেন্ডার সমতা স্থাপনে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ও CEDAW সনদ বাস্তবায়ন সহ বিভিন্ন জনসচেতনতা মূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

২.২.৯ ভূমি ও রাজস্ব

মৌজা	৮২ টি
ইউনিয়ন ভূমি অফিস	৭ টি
পৌর ভূমি অফিস	০১ টি
মোট খাস জমি	১৬৯০.৬১ একর
কৃষি	১৬৭.৩৯ একর
অকৃষি	১৫২৩.২২ একর

বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি	১৪.৭১ একর (কৃষি)
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী)	সাধারণ=৩৮,৬০,২৮০/- সংস্থা = ১,৮৮,০৪,৭৪৭/-
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়)	সাধারণ=২৭,৩১২/- জুলাই মাসে আদায় সংস্থা = জুলাই মাসে আদায় নেই

২.২.১০ যোগাযোগ

পাকা রাস্তা	১৪৭.০০ কিঃমিঃ
অর্ধ পাকা রাস্তা	৮.০০ কিঃমিঃ
কাঁচা রাস্তা	৩৩৪ কিঃমিঃ
ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা	৪৬৬ টি
নদীর সংখ্যা	০২ টি

২.২.১১ পরিবার পরিকল্পনা

ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ()	১১ টি
পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক	০৪ টি
এম.সি.এইচ. ইউনিট	০৪ টি
সক্ষম দম্পতির সংখ্যা	৮৭,০৮০ জন
বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা	৬৮,১১৪ জন

২.২.১২ প্রাণি সম্পদ

উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র	০১ টি
পশু ডাক্তারের সংখ্যা	০২ জন
কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র	০১ টি
পয়েন্টের সংখ্যা	০৩ টি
উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা	১১ টি
লেয়ার ৮০০ মুরগীর উর্ধে ১০-৪৯ টি মুরগী আছে, এরূপ খামার	অসংখ্য
গবাদিও পশুর খামার	২২ টি
ব্রয়লার মুরগীর খামার	৯৬ টি

২.২.১৩ সমবায়

কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ	০১ টি
মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ	০২ টি
ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ	৭ টি
বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ	১০৯ টি
মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	৩৭ টি
যুব সমবায় সমিতি লিঃ	১১ টি
আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি	০৫ টি
কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ	১২০ টি
পুরুষ বিত্তহীন সমবায়সমিতি লিঃ	০৬ টি
মহিলা বিত্তহীন সমবায়সমিতি লিঃ	০৭ টি
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ	০২ টি

অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ	০৫ টি
চালক সমবায় সমিতি	৩ টি

২.২.১৪ মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস'র জনবল কাঠামো:

ক্রঃনং	পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদেও সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শুন্য পদেও সংখ্যা	মন্তব্য
১	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	১	১	--	
২	সহকারী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	১	১	--	
৩	উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার	১	১	--	
৪	হিসাব রক্ষক	১	১	--	
৫	অফিস সহকারী/ডাটাএন্ট্রি অপারেটর	১	১	--	
৬	অফিস সহায়ক	১	১	--	
৭	গার্ড	১	১	--	
	মোট =	৭	৭	--	

UITRCE, ব্যানবেইস'র জনবল কাঠামো:

ক্রঃনং	পদেও নাম	মঞ্জুরীকৃত পদেও সংখ্যা	কর্মরত পদেও সংখ্যা	শুন্য পদেও সংখ্যা	মন্তব্য
১	সহকারী প্রোগ্রামার	১	---	১	
২	কম্পিউটার অপারেটর	১	--	১	
৩	ল্যাব এ্যাসিসটেন্ট	১	১	----	

৪	নিরাপত্তা প্রহরী	১	১	----
৫	পরিছন্নতা কর্মী	১	--	১
	মোট=	৫	২	৩

স্তর ভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা :

ক্রঃনং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণ	সংখ্যা	মন্তব্য
১	ডিগ্রি/অনার্স	৪	
২	উচ্চ মাধ্যমিক	৭	
৩	উচ্চ মাধ্যমিক (কারিগরি)	৩	
৪	মাধ্যমিক	৬৪	
৫	নিম্নমাধ্যমিক	১১	
৬	ফাজিল	৯	
৭	আলিম	৩	
৮	দাখিল	৫১	
	সর্বমোট =	১৫২	

বিদ্যালয় ও মাদরাসায় কর্মরত শিক্ষক সংখ্যা:

ক্রঃনং	ধরণ	শিক্ষক সংখ্যা	মন্তব্য
১	বিদ্যালয়	৭৫৬	
২	মাদরাসা	৯৪৭	

অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী সংখ্যা:

ক্রঃনং	পর্যায়	শিক্ষার্থী সংখ্যা	মন্তব্য
১	কজেল	৩৩৪০	
২	বিদ্যালয়	৩৭২৯৩	
৩	মাদরাসা	১৪০৭৩	
	সর্বমোট =	৫৪৭০৬	

উপবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থী সংখ্যা:

ক্রঃনং	পর্যায়	উপবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থী সংখ্যা	মন্তব্য
১	স্নাতক	২৭৭	
২	উচ্চ মাধ্যমিক	১০৫৭	
৩	মাধ্যমিক	১৩১১৬	
	সর্বমোট =	১৪৪৫০	

৩. পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ হচ্ছে উপজেলার 'বাস্তব অবস্থার একটি চিত্রায়ন'। পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষন ও সন্নিবেশন এমনভাবে করতে হবে যাতে সম্ভাব্য সকল সম্পদ ব্যবহার করে কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে তা সহায়তা করে। । পরিস্থিতি বলতে উপজেলায় বসবাসরত মানুষের জীবন ও জীবিকাকে প্রভাবিত করে এমন অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কারণগুলোর সম্মিলিত বিশ্লেষণকে বোঝায়।তথ্য ও উপাত্ত বিশদভাবে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে উপজেলার মুখ্য উন্নয়ন সম্ভাব্যনা, সুযোগ, সীমাবদ্ধতা, চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি প্রধান উন্নয়ন অগ্রাধিকারগুলির শনাক্তকরণও জরুরী। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাগুলোও গুরুত্বপূর্ণ (যেমন, আগের পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা বা বার্ষিক পরিকল্পনা থেকে লব্দ শিক্ষা)। কোন্ লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে এবং কোন্ লক্ষ্য অর্জন করা যায়নি এবং কেন- সেটা জানতে হবে। কোন্ উন্নয়ন উদ্যোগ কাজ করেছে এবং কোন্ উদ্যোগ কাজ করেনি? কোন্ পন্া গতিশীল করা প্রয়োজন বা কোন পন্া বাতিল করা প্রয়োজন? মোদ্দা কথা হলো, বর্তমান করা পরিকল্পনার জন্য অতীতের উন্নয়ন কার্যক্রম থেকে উপজেলা শিক্ষা গ্রহণ করবে।

পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার পরিস্থিতি বিশ্লেষণে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্পগুলির পরিবর্তে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতসমূহকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে কেননা পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা হচ্ছে উন্নয়নের জন্য একটি মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা যেখানে উপজেলাকে অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র এবং/অথবা উন্নয়নের জন্য খাত চিহ্নিত করতে হয়। অপরদিকে, বার্ষিক পরিকল্পনায় উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সুনির্দিষ্ট প্রকল্প/পদক্ষেপ চিহ্নিত করবে।

উপজেলার খাত ভিত্তিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণে প্রতিটি খাতের জনকেন্দ্রিক সমস্যা চিহ্নিত করে তার অবস্থান, পরিমান, কারণ, সমস্যা সমাধানে চলমান কার্যাবলীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং চলমান কার্যাবলি শেষে ৫ বছর পর আর কতটুকু সমস্যা থাকবে তা চিহ্নিত করে উপজেলা পরিষদের সক্ষমতা অনুযায়ী কার্যক্রম প্রহণে সুপারিশ করা হয়েছে। উপজেলা পরিষদ তার সক্ষমতা অনুযায়ী সুপারিশ থেকে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি ও টিজিপি পরিস্থিতি বিশ্লেষণের উপজেলা পরিষদকে সহযোগিতা করেছে ।

নাজিরপুর উপজেলার পরিস্থিতি বিশ্লেষণে আর্থসামাজিক সূচকে তাদের অবস্থানের কারণ অনুসন্ধান করেছে। এক্ষেত্রে দেখা গেছে স্বাস্য খাতে উপজেলার সরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিক সমূহের অবকাঠামো ও উপকরণের অপ্রতুলতার কারণে কারনে আগত রোগীদের মানসম্মত স্বাস্যসেবা প্রদান সম্ভবপর হচ্ছে না। ইউনিয়ন স্বাস্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রসমূহে প্রাতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারীর সুবিধা অপ্রতুল। জনস্বাস্য খাতে উপজেলার ৫০০০ এর মত দরিদ্র পরিবার নিরাপদ স্যানিটেশন ও খাবার পানি ব্যবহারের আওতায় নেই। শিক্ষা খাতে বিশেষত মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কম। অপ্রতুল অবকাঠামো, শিক্ষা গ্রহণে উন্নত পরিবেশ ও উপকরনের সংকট তার অন্যতম প্রধান কারণ। একই সাথে দরিদ্র ছাত্রীদের শিক্ষা উপকরণ, বাল্যবিয়ে ও বিদ্যালয়ে ছাত্রীবান্ধব স্যানিটেশনের অনুপস্থিতির কারনে বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের উপস্থিতির হার আশানুরূপ নয়। জাতীয় সরকার স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে যোগাযোগ খাতে বড় সড়ক উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ প্রদান করে এবং উপজেলা পরিষদের সীমিত অর্থে বৃহৎ পাকা সড়ক নির্মাণ কষ্টকর বিধায় উপজেলা পরিষদ ছোট ছোট সংযোগকারি সড়ক, গাইড ওয়াল, কার্লভাট ও ড্রেন নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য খাতের তথ্য পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করেছে।

ছক ২ঃ উপজেলার খাত ভিত্তিক পরিস্থিতি বিশ্লেষন

খাত	সমস্যাসমূহে বিবরণ				সাম্প্রতিক চলমান ও পরিকল্পিত কার্যাবলী	৫ বছর পর অবশিষ্ট সমস্যা	সমস্যা সমাধানে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে
	সমস্যার ধরণ	অবস্থান	পরিমাণ/বিস্তৃতি	কারণ			
স্বাস্য	উপজেলা স্বাস্য কমপ্লেক্সে আগত রোগীগণ মানসম্মত স্বাস্যসেবা গ্রহণে সমস্যার সম্মখীন হচ্ছে	উপজেলা কমপ্লেক্সে	স্বাস্য -----জন রোগী	১.উপজেলা স্বাস্য কমপ্লেক্সে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুত সরবরাহের ব্যবস্া নেই। ২. স্বাস্য কমপ্লেক্সে পর্যাপ্ত সংখ্যক আসবাবপত্র, চিকিৎসা	কার্যক্রম নেই	উপজেলা স্বাস্য কমপ্লেক্স আগত ১৭ হাজার রোগী রোগী স্বাস্য সেবা হতে বঞ্চিত হবে	উপজেলা স্বাস্য কমপ্লেক্সে একটি জেনারেটর প্রদান করা যেতে পারে । স্বাস্য কমপ্লেক্সে আসবাবপত্র, চিকিৎসা সরঞ্জামাদি, বেড, নেবুলাইজার মেশিন,
স্বাস্য	উপস্বাস্যকেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিকে আগত রোগীগণ মানসম্মত স্বাস্যসেবা হতে বঞ্চিত	---টি উপ স্বাস্যকেন্দ্র ও ----- কমিউনিটি ক্লিনিক	-----জন রোগী	৩টি উপ স্বাস্যকেন্দ্র ও ৩৫ টি কমিউনিটি ক্লিনিকে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুত সরবরাহে ব্যবস্থা নেই। ২। ৩টি উপ স্বাস্যকেন্দ্র ও ৩৫ টি কমিউনিটি ক্লিনিকে পর্যাপ্ত সংখ্যক আসবাব পত্র, চিকিৎসা সরঞ্জামাদি	কার্যক্রম নেই	----টি উপ স্বাস্যকেন্দ্র ও ----টি কমিউনিটি ক্লিনিকে আগত ----- হাজার রোগী স্বাস্য সেবা হতে বঞ্চিত হবে।	১। ----টি উপ স্বাস্যকেন্দ্র ও ---- টি কমিউনিটি ক্লিনিকে সোলার প্যানেল স্থাপন করা যেতে পারে। ২। ----টি উপ স্বাস্যকেন্দ্র ও ---- টি কমিউনিটি ক্লিনিকে আসবাব পত্র, চিকিৎসা সরখ্জামাদি, বেড,

	হচ্ছে।			ও কমিউনিটি ক্লিনিকে আসার জন্য পরিবহন ব্যবস্থা নেই।			নেবুলাইজার মেশিন, গুকোমিটার বিপি মেশিন, যন্ত্রপাতি প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ৩। ----টি উপ স্বাস্যকেন্দ্র ও ---- টি কমিউনিটি ক্লিনিকের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ করা যেতে পারে।
পরিবার পরিকল্পনা	উপজেলার গর্ভবতী মায়েরা ও নবজাতকসমূহ মৃত্যু ঝুঁকির মধ্যে আছে।	হাতিয়া উপজেলাধীন ১২টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভা -----টি ওয়ার্ডে।	হাতিয়া উপজেলার ----- জন সক্ষম দম্পতি (রিপোর্ট এমআইএস - এপ্রিল,১৯ অনুযায়ী) এর মধ্যে মোট ----- জন গর্ভবতী।	১। বাড়িতে অস্বাস্যকর পরিবেশে অপ্রশিক্ষিত দাই নার্স দ্বারা বাচ্চা প্রসব করা। ২।উপজেলার গর্ভবতী মায়েদের গর্ভকালীন স্বাস্যশিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারীর সুফলের ব্যাপারে অবগত নন। ৩। ইউনিয়ন স্বাস্য ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্রসমূহে যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির অভাবে নরমাল ডেলিভারি চালু নেই। ৪। পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রশিক্ষিত দাই নার্সের অভাব।	১। উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা দপ্তর ইউনিয়ন পর্যায়ে ৫টি ইউনিয়ন স্বাস্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র ও ৮০ জন স্বাস্যকর্মীর মাধ্যমে গর্ভবতীদের স্বাস্যসেবা প্রদান করছে।	আনুমানিক ----- জন গর্ভবতী মা।	১। গর্ভবতী মা ও তার পরিবারকে প্রাতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারীর সুবিধা ও গর্ভবতীর জটিলতা সম্পর্কে অবহিত করতে ইউনিয়ন পর্যায়ে আগামী পাঁচ বছরে ৮০ টি অবহিতকরন ক্যাম্পেইন/ উঠান বৈঠক/পরিবার সমাবেশ পরিচালনা করা যেতে পারে ২। ৫টি ইউনিয়ন স্বাস্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রসমূহ ও উপজেলা পরিবার পরিবার পরিকল্পনা দপ্তরের অপারেশন থিয়েটার রুমের মানসম্মত প্রয়োজনীয় ------টি স্যাটেলাইটে স্বাস্যশিক্ষা প্রোগ্রাম চালু
পরিবার পরিকল্পনা	উপজেলার দরিদ্র ও প্রত্যন্ত বসবাসরত পরিবারসমূহ ভোটমারী, গোড়ল, স্বাস্য ঝুঁকির মধ্যে রয়েছেন।	হাতিয়া উপজেলার ১২টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভা	প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসরত----- টি পরিবার টি দরিদ পরিবার				
জনস্বাস্য	উপজেলার দরিদ্র পরিবার সমূহ ও প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীরা পানিবাহিত রোগের ঝুঁকির মধ্যে	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	অত্র উপজেলায় প্রায় ৫৩১২ টি ল্যাট্রিনবিহীন পরিবার	আর্থিক সংকটের কারনে দরিদ্র পরিবার সমূহ স্বাস্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন করতে পারছে না। পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন বিষয়ে সচেতনতার অভাবে দরিদ্র	জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্পের আওতায় প্রতি বছর অনির্দিষ্ট সংখ্যক ল্যাট্রিন প্রদান করা হয়েছে।	উপজেলায় ৫৩১২ টি	উপজেলায় ৫৩১২ টি

	আছে।		ও ২৯৫৪ টি পরিবারে নলকূপবিহীন। ১০৪ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৪২ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ১৯ টি মাদ্রাসা	পরিবারসমূহ ল্যাট্রিন ব্যবহার করে না। উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহার উপযোগী স্বাস্থ্যসম্মত ওয়াশ ব্লকের অভাব রয়েছে।	পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় বঞ্চিত হবে। অগ্রাধিকারমূলক গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় প্রতিবছর অনির্দিষ্ট সংখ্যক নলকূপ প্রদান করা হয়। ৩। GPS/NNGPS -1 প্রকল্পের আওতায় ২২টি সরকারি		
মাধ্যমিক শিক্ষা	উপজেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার আশানুরূপ নয়।	সমগ্র উপজেলার ৪৩ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১৯ টি মাদ্রাসা	২০০০০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী	১। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশের অভাব রয়েছে। ২। বিদ্যালয়সমূহে জরাজীর্ণ দুর্বল অবকাঠামো, শ্রেণীকক্ষ সংকট। ৩।ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পৃথক স্যানিটেশনের ব্যবস্া নেই। ৪।বিদ্যালয়সমূহে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, মাল্টিমিডিয়া প্রোজেক্টর, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির অভাব। ৫। দরিদ্র ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণের অভাব।	মাধ্যমিক শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর হতে ৬টি বিদ্যালয়ে ৪ তলা ভবন নির্মাণের কাজ চলমান আছে।	৩৭ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ১৯ টি মাদ্রাসায় দুর্বল অবকাঠামো, শ্রেণীকক্ষ সংকট, স্যানিটেশন সমস্যা, আসবাবপত্র, মাল্টিমিডিয়া প্রোজেক্টর, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সংকট থাকবে	১। ৩৭ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে, ১৯ টি মাদ্রাসা ৫টি কলেজে অবকাঠামো উন্নয়ন, শ্রেনীকক্ষ নির্মাণ, করা যেতে পারে । ২। ৪০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১০টি ও ৫টি কলেজে মাদ্রাসাতে বেঞ্চ, আলমারি, চেয়ার টেবিল কম্পিউটার, পানির ফিল্টার ইত্যাদি প্রদান করা যেতে পারে। ৩। ২০টি বিদ্যালয় ও ১৫ টি মাদ্রাসাতে ওয়াশ ব্লক নির্মাণ করা যেতে পারে। ৪। ২০০০ শিক্ষার্থীর মাঝে বিভিন্ন প্রকারের শিক্ষা

				৬। মাধ্যমিক পর্যায়ের মেয়ে শিক্ষার্থীদের বাল্য বিবাহ।			উপকরণ প্রদান করা যেতে পারে। ৫। মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে বাল্যবিবাহ ও নারী নির্যাতন বিরোধী ৪০ টি ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা যেতে পারে।
মাধ্যমিক শিক্ষা	নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি (বিজ্ঞান, ইংরেজী ও গনিত) বিষয়ে ধারণা কম।	অত্র উপজেলার ৪৩টি বিদ্যালয় ১৯টি মাদ্রাসা, ৮টি কলেজ	----জন শিক্ষক ----জন কর্মচারী	ইংরেজী , গনিত, বিজ্ঞান আইসিটি, বিষয়ে প্রশিক্ষনের ব্যবস্া করা যেতে পারে । কর্মচারীর জন্য নথি ব্যবস্াপনার উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্া করা যেতে পারে ।	কার্যক্রম নেই		
প্রাথমিক	শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে মানসম্মত, আধুনিক ও আনন্দদায়ক পরিবেশে শিক্ষা গ্রহণ ব্যহত হচ্ছে।	অত্র উপজেলায় ----- টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	-----শিক্ষার্থী	১। প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে জরাজীর্ণ অবস্া ও পর্যাপ্ত পরিমানে শ্রেনীকক্ষ, আসবাবপত্র, স্বাস্যসম্মত টয়লেট, খেলাধুলার সরঞ্জামাদি এবং ছাত্র- ছাত্রীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণের অভাব। ২। পর্যাপ্ত পরিমানে আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক ও ডিজিটাল কনটেন্টের মাধ্যমে পাঠদান উপযোগী শ্রেণীকক্ষের সংকট। ৩। উপজেলার ----- টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। ৪। বিদ্যালয় ব্যবস্াপনা কমিটির সদস্যদের বিদ্যালয়ের ব্যবস্াপনার বিষয়ে ধারণা পর্যাপ্ত নয়।	পিইডিপি ৪ এর আওতায় ------ টাকা করে ----- টি বিদ্যালয় মেরামত করা হয়।	----শিক্ষার্থী	১৬৪ টি বিদ্যালয়ে কনটেন্টের মাধ্যমে পাঠদান উপযোগী শ্রেণীকক্ষেও সজ্জিতকরণ ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাস রুম তৈরি করা যেতে পারে। ২। ৮৩১ জন শিক্ষককে ডিজিটাল কনটেন্ট এর বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ও বিদ্যালয় ব্যবস্াপনা কমিটির সদস্যদের বিদ্যালয় ব্যবস্াপনার উপর প্রশিক্ষণ করা যেতে পারে। ৩। ১৫০ টি বিদ্যালয়ে খেলাধুলার সামগ্রী (দোলনা, স্লিপার, ব্যালেন্সার ইত্যাদি) প্রদান করা যেতে পারে। ৪। ১১০ টি বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র (বেঞ্চ, আলমারি,

					টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি) প্রদান করা যেতে পারে। ৫। ১৬৬ টি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ (ব্যাগ, জ্যামিতি বক্স, রঙ পেন্সিল, পানির পট, স্কেল, ছাতা, বিদ্যালয়ের ইউনিফর্ম ইত্যাদি) প্রদান করা যেতে পারে। ৬। ১০টি বিদ্যালয়ে সোলার প্যানেল স্াপন করা যেতে পারে। ৭। ৯০ টি বিদ্যালয় ভবন মেরামত করা যেতে পারে। ৮। ৩০টি দুর্বল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্াপনা কমিটির সদস্যদের বিদ্যালয় ব্যবস্াপনার উপর প্রশিক্ষণ করা যেতে পারে।
কৃষি	উপজেলার কৃষকরা কৃষি উৎপাদন হতে আর্থিকভাবে কম লাভবান হচ্ছেন।	নাজিরপুর উপজেলার ----টি ইউনিয়ন	------ টি ক... ষি পরিবার	১। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি, মাটির স্বাস্য, সুষম সারের ব্যবহার বিষয়ে কৃষকদের জ্ঞান ও ধারণা কম থাকা। ২। আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি (পাওয়ার টিলার ,ট্রান্সপ্যান্টার ,রিপার, ফুট পাম্প, ফিতা পাইপ ইত্যাদি) ক্রয়ে কৃষকের মূলধনের অভাব। ৩। পাকা সেচ নালা না থাকার দরুন সেচের ৩০% পানি অপচয় হচ্ছে এবং বিদ্যুৎ ও ডিজেল খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে ৪। আধুনিক কলাকৌশল এর মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ	

উৎপাদন প্রকল্প এর মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত এলাকায় ১২৫টি দলে মোট ১৮৭৫ জন কৃষক আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ব্লক Compact) আকারে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

৪। কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন প্রকল্প এর মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত এলাকায় ৮টি দলে মোট ৩২ জন কৃষক আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ব্লক Compact) আকারে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদনন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

সমন্বিত কৃষি ৯৪৭ জন কৃষক পরিবার

প্রশিক্ষণ পাবে না

৪০০ টি কৃষক পরিবারকে জৈব সার উৎপাদনের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্া করা যেতে পারে।

উপজেলার বিভিন্ন কৃষক দলের মাঝে আধুনিক কৃষি উপকরণ (পাওয়ার টিলার ,ট্রান্সপ্যান্টার,রিপার, ফুট পাম্প, ফিতা পাইপ ইত্যাদি) প্রদান করার ব্যবস্া করা যেতে

প্রাণিসম্পদ	উপজেলার গবাদি পশুপাখি পালনকারি পরিবারগণ আর্থিকভাবে ক্ষতির সম্মুখিন হচ্ছেন	উপজেলার সকল ইউনিয়ন তবে ভাটমারী কাকিনা,তুষভান্ডার, চলবলাতে গবাদি পুশু রোগের প্রার্দিভাব বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে	৬০ হাজার পরিবারের পরিবারের ২ লক্ষ ২০ হাজার গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া ৭০ হাজার পরিবারের ৪ লক্ষাধিক দেশি মুরগী ,কবুতর ও হাঁস ।	গবাদি পশুপাখিকে পরিমানে সঠিক সময়ে কৃমিনাশক ও টিকা প্রদান না করার কারনে প্রতি বছর প্রচুর সংখ্যক গবাদি পশুপাখি বিভিন্ন রোগজনিত কারনে বিশেষতঃ গরু ও মহিষের ক্ষুরা রোগ, ছাগন ও ভেড়ার পিপিআর রোগ ও দেশী মুরগী রানীক্ষেত রোগে মারা যাচ্ছে।	উপজেলা প্রানীসম্পদ দপ্তর হতে ২ লক্ষ ২০ হাজার গবাদিপশুর জন্য বার্ষিক ২০ হাজার গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া ৭০ হাজার পরিবারের ৪ লক্ষাধিক দেশি মুরগী ,কবুতর ও হাঁস ।	২ লক্ষ ২০ হাজার গবাদিপশুর জন্য ৫ বছরে ৩২ লক্ষ ডোজ টিকার প্রয়োজন হবে।	উপজেলা পরিষদ ৯০ হাজার ছাগল ও ভেড়ার পিপিআর রোগের প্রতিষেধক ২ লক্ষ ২০ হাজার গরু ছাগল ও ভেড়ার কৃমিনাশক, প্রতিষেদক টিকা প্রদান করা যেতে পারে ১ লক্ষ ৩০ হাজার গরু ও মহিষের ক্ষুরা রোগের প্রতিষেধক ও প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদান করা যেতে পারে
মৎস্য	গ্রীষ্মকালে মৎস্য চাষিরা মাছ উৎপাদন করতে পারছে না	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	৩৫৬০ জন মৎস্য চাষী।	১। পুকুরগুলো যথেষ্ট পরিমানে গভীর না হওয়াতে গ্রীষ্মকালে উপজেলার অধিকাংশ পুকুর শুকিয়ে যায় এবং পানির অভাবে মাছ চাষ ব্যাহত হয়। ২। ভূগর্ভস্ পানির যথেষ্ট ব্যবহারের ফলে ভূগর্ভস্ পানির গভীরতা কমে যাচ্ছে।	১। "ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্য চাষ ও প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)" মাধ্যমে বাৎসরিক বরাদ্দ অনুযায়ী আনুমানিক ১০২ জন মৎস চাষিকে মাছ চাষের প্রশিক্ষণের প্রদান করা হচ্ছে। ২। "জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প" মাধ্যে ৯টি জলাশয়	৩০৫০ জন মৎস চাষিকে প্রশিক্ষণ পাবে না	১। ২০০ জন মৎস্য চাষীর স্বল্প মেয়াদী মাছ চাষের প্রশিক্ষণের ব্যবস্া করা যেতে পারে । ২। ৩৫৬০ জন মৎস্য চাষির মাঝে দল ভিত্তিক বিভিন্ন উপকরণ (এরেটর, পিলেট মেশিন, জাল, পাম্প ইত্যাদি) প্রদান করা যেতে পারে ।

					(৫.৮২ হেক্টর) সংস্কার করা হচ্ছে।		
মহিলা বিষয়ক		উপজেলার সকল ইউনিয়ন।	আনুমানিক ৮৫০০ জন নারী		উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত "মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র" ও "উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের আয়বর্ধক প্রশিক্ষন প্রকল্প" এর মাধ্যমে	৭৩০০ জন নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ হতে বঞ্চিত হবেন।	
	উপজেলার হতদরিদ্র, বিধাব , প্রতিবন্ধী, তালাক প্রাপ্ত, স্বামী পরিত্যাক্তা নারীদের কর্মসংস্থানের অভাব রয়েছে।			১। প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও শিক্ষার অভাব। ২। দারিদ্রতার কারনে নারীরা বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হতে প্রশিক্ষণ নিতে পারেন না।			১। ৩০০ জন নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ২। প্রশিক্ষণার্থীদের সুবিধার্থে উপজেলা মহিলা
যোগাযোগ		উপজেলার সকল ইউনিয়ন	৭.৫৭ কিমি সড়ক ৮৫.৩২ কিমি (২৫ টি) ইউনিয়ন ও ৪৬৫.২৭ কিমি কিমি (১৬২ টি) গ্রামীণ সড়ক গ্রামীণ সড়ক কাঁচা ১২৫.৪৯ কিমি পাকা সড়ক মেরামত প্রয়োজন		জনগুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প IRIDP-৩) এর মাধ্যমে আনুমানিক ৪০কিমি ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ করা হবে। রংপুর বিভাগ গ্রামীন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২ (RDRIIP-২) এর মাধ্যমে আনুমানিক ৩০ কিমি ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ করা হবে। পল্লী সড়ক ব্রীজ/কালভাট	৪০৭ কিমি গ্রামীণ সড়ক কাঁচা থেকে যাবে (এইচবিবি/আরসিসি) করা যেতে পারে	
	জনগণ উপজেলার বিভিন্ন পরিষেবাগুলোতে গমনের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন।			উপজেলার ৭.৫৭ কিমি ৮৫.৩২ কিমি (২৫ টি) ইউনিয়ন ও ৪৬৫.২৭ কিমি কিমি (১৬২ টি) গ্রামীণ সড়ক ও সংযোগকারী সড়ক কাঁচা হওয়াতে উপজেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রিষেবাগুলো (স্কুল,কলেজ, হাসপাতাল, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার, গ্রোথ সেন্টার ইত্যাদি) যাতায়তের ক্ষেত্রে জনগণ দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে। ২।উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ			২৫০০ মিটার গাইড ওয়াল ও ২৫০০ মিটার ড্রেন নির্মাণ করা যেতে পারে বিভিন্ন গ্রামীণ সড়কে ২৪টি কার্লভাট করা যেতে পারে । বিভিন্ন গ্রামীণ সড়কে চাহিদামাফিক সোলার বাতি প্রদান করা যেতে পারে।

সমবায়	উপজেলা সমবায় কার্যালয় হতে সমবায় সমিতির সদস্যদের সেবা প্রাপ্তি বিঘ্নিত হচ্ছে।	উপজেলা সমবায় কার্যালয়, উপজেলা পরিষদ, হাতিয়া	নিবন্ধিত ৫২ টি কার্যকর সমবায় সমিতির ১০ হাজার (দশ) হাজার সদস্য	১। উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের জরাজীর্ণ অবকাঠামো	কার্যক্রম নেই	নিবন্ধিত ৫২ টি কার্যকর সমবায় সমিতির ১০ হাজার (দশ) হাজার সদস্য	১। জরুরী ভিত্তিতে উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের চালা, বারান্দা ও অন্যান্য অবকাঠামো সংস্কার ও উন্নয়ন করা যেতে পারে।
যুব উন্নয়ন	উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়ে আগত সেবা প্রহীতাদের সেবা প্রাপ্তি বিঘ্নিত হচ্ছে।	উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়, উপজেলা পরিষদ, হাতিয়া		১। উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়ের জরাজীর্ণ অবকাঠামো	কার্যক্রম নেই		১। জরুরী ভিত্তিতে উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়ের চালা, বারান্দাও অন্যান্য অবকাঠামো সংস্কার ও উন্নয়ন করা যেতে পারে।
পল্লী উন্নয়ন	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কার্যালয় হতে ঋণ গ্রহীতারা ঋণ পরিশোধে অনীহা দেখাচ্ছেন এবং ঋণখেলাপি হয়ে যাচ্ছেন।	নাজিরপুর উপজেলার ০৮ টি ইউনিয়ন	৪০০০ জন ঋণ প্রহীতা	১। গৃহীত ঋণের অর্থ সঠিক খাতে বিনিয়োগ করতে পারছে না। ২। ঋণের অর্থ পরিশোধে অনীহা ও অপারগতা প্রকাশ করা।	কার্যক্রম নেই	৪০০০ জন ঋণ প্রহীতা	১। উপজেলা পরিষদ ৪০০০ জন ঋণ গ্রহীতার জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্া করতে পারে।
দুর্যোগ ব্যবস্াপনা	দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।	নাজিরপুর উপজেলার ০৮ টি ইউনিয়ন	উপজেলার সকল জনগণ	১। দুর্যোগের সময় জনগণের করণীয় সম্পর্কে ধারণার অভাব। ২। দুর্যোগকালীন ও পরবর্তী সময়ে উদ্ধারকার্য পরিচালনা করার জন্য প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক নেই।	১। দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে উপজেলা প্রকল্প বাস্ড়বায়ন কর্মকর্তার কার্যালয় হতে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের মাঝে ত্রান সহায়তা প্রদান করা হয়।	উপজেলার সকল জনগণ	১। প্রতি ইউনিয়নে ০১ টি (০৮ ইউনিয়নে -০৮টি) দুর্যোগ ব্যবস্াপনা স্বেচ্ছাসেবক দল গঠনে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে। ২। মশক নিধনে ০৯টি ফগার মেশিন ক্রয় করা যেতে পারে।

৪. বাজেটের সার-সংক্ষেপ

বিবরণ		পূর্ববর্তী বৎসরের বাজেটে বা সংশোধিত বাজেটে ২০১৭-২০১৮	চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেটে ২০১৮-২০১৯	পরবর্তী বৎসরের বাজেটে ২০১৯-২০২০ (সম্ভাব্য)
অংশ-১	রাজস্ব হিসাব প্রাপ্তি			
	রাজস্ব অনুদান (সরকারি মঞ্জুরী)			
	মোট প্রাপ্তি			
	বাদ রাজস্ব ব্যয়			
	রাজস্ব উদ্বৃত্ত (ক)			
অংশ-২	উন্নয়ন হিসাব			
	উন্নয়ন অনুদান			
	অন্যান্য অনুদান			
	মোট (খ)			
	মোট প্রাপ্ত সম্পদ (ক+খ)			
	বাদ উন্নয়ন ব্যয় (সংরক্ষিতসহ)			
	সার্বিক বাজেট উদ্বৃত্ত/ঘাটতি			
	যোগ প্রারম্ভিক জের(১ জুলাই)			
	সমাপ্তি জের			

৫. বিভিন্ন উৎস হতে উপজেলায় পরিচালিত উন্নয়ন কার্যক্রম

উন্নয়নের ফলাফলকে সর্বাধিক করতে এবং উপজেলা স্তরে সীমিত সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে উপজেলা পরিষদ উপজেলার হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের সাথে উত্তম সমন্বয় ও সহযোগিতা এমনভাবে নিশ্চিত করবে যেন বিভিন্ন প্রকল্প/পরিকল্পনার মধ্যে পরিপূরকতা ও সায়ুজ্জ্য (Sznergy) তৈরি করা যায়। উপজেলা পরিষদের সরাসরি নিয়ন্ত্রনে রয়েছে উপজেলার ভেতর চলমান বা গৃহিতব্য অন্যান্য উন্নয়ন কার্যক্রমগুলো কি তা না বুঝে উপজেলা পরিষদ একটি সমন্বিত বার্ষিক পরিকল্পনা করতে সক্ষম হবেন না। বা অন্য দিকে উপজেলার উন্নয়নে তার সীমিত সম্পদ সমূহের দক্ষ ব্যবহারও নিশ্চিত করতে হবে।

প্রতি বছর উপজেলা পরিষদ তার বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নকালে বিভিন্ন উৎস্য হতে উপজেলায় পরিচালিত উন্নয়ণ কার্যক্রম হালনাগাদ করবে এতে করে উপজেলা পরিষদ সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে দ্বৈত্বতা পরিহার করতে পারে এবং প্রধান প্রধান উন্নয়ণ খাত গুলোতে চাহিদা ও সম্পদের মধ্যে যদি পার্থক্য থেকে থাকে তাও সনাক্ত করবে করতে পারবে।

ছক ৪: উপজেলায় বিভিন্ন উৎস হতে পরিচালিত উন্নয়ন কার্যক্রম

খাত	পরিকল্পনা/কল্পের নাম	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়ন নাম	প্রকল্পে মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০১৭-১৮	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০১৮-১৯
		জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প				
শিক্ষা	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প পিইডিপি ৩/৪ (PEDP 3/ 4)	বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ, বড় ধরনের সংস্কার, ও আসবাবপত্র সরবরাহের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সমস্যার সমাধান ও অত্র বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণ। পিইডিপি ৪ এর আওতায় ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ১১টি বিদ্যালয়ে শ্রেনীকক্ষ সম্প্রসারন অনুমোদিত হয়েছে				
শিক্ষা		২০১৯-২০ অর্থ বছরে পিইডিপি ৪ এর আওতায় ৬ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামত ও ৩ টি বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীরের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। পিইডিপি ৩ এর আওতায় উপজেলা রিসোর্স সেন্টারের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৭৫৮ জন শিক্ষককে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান ।এর আওতায় বিদ্যালয় ভবন মেরামতের জন্য বিদ্যালয় প্রতি ২ লক্ষ টাকা করে ৬০ টি বিদ্যালয় মেরামতের চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে। পিইডিপি ৩ এর আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১ লক্ষ টাকা করে ৫টি বিদ্যালয়ে এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে পিইডিপি ৪ এর আওতায় ২ লক্ষ টাকা করে ২৫টি বিদ্যালয় মেরামত ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে পিইডিপি ৪ এর আওতায় ৪০,০০০ টাকা করে ৯৯ টি বিদ্যালয় মেরামত করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে পিইডিপি-৩ এর আওতায় ৬ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামত ও ৩ টি বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীরের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।	**উপজেলা সকল ইউনিয়ন**	**২০১৭-১৮ হতে ২০২২-২৩**		
শিক্ষা	চাহিদা ভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প -১ (NBIDGPS	হাতিয়া উপজেলার বিভিন্ন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ, বড় ধরনের সংস্কার, ও আসবাবপত্র সরবরাহের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সমস্যার সমাধান ও অত্র বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণ । এ প্রকল্পের আওতায়	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৭-১৮ হতে ২০২২-২৩	৫০,৬০,৫০০	৮০,৮৩,৫৪২
শিক্ষা	চাহিদা ভিত্তিক নুতন জাতীয়করনকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প -১ (NBIDNN	হাতিয়া উপজেলার সদ্য জাতীয়করণকৃত সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ, বড় ধরনের সংস্কার, ও আসবাবপত্র সরবরাহের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সমস্যার সমাধান ও অত্র বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৭-১৮ হতে ২০২২-২৩	৫০,৬০,৫০০	৮০,৮৩,৫৪২

	GPS1))					
শিক্ষা	রাজস্ব খাতের বিদ্যালয় মেরামত	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে রাজস্ব খাতের মাধ্যমে ১.৫ লক্ষ টাকা করে ১৯ টি বিদ্যালয় মেরামত ও সংস্কার করা হয়।	উপজেলার সকল	চলমান কর্মসূচী	০০	২৮,৫০,০০০
শিক্ষা	প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত সকল শিক্ষার্থীকে শিক্ষা বৃত্তি প্রদান	উপজেলার ১৬৫ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	চলমান কর্মসূচী	২,৫৯,১৩,৪০০ ২,৫৯,১৩,৪০০	
শিক্ষা	School Level Implement ation Plan	উপজেলার সকল ১৬৬ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠদান উন্নয়নে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির মাধ্যমে প্রতিটিতে ৫০-৭০ হাজার টাকা প্রদান	উপজেলার ১৬৫ টি সরকারি প্রাথমিক	চলমান কর্মসূচী	৬৬,০০,০০০ ৮৮,৩০,০০০	
শিক্ষা	খেলাধুলার সামগ্রী প্রদান	২০১৯-২০ অর্থ বছরে ১০ টি বিদ্যালয়ে খেলাধুলার সামগ্রী প্রদানের জন্য চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে।	উপজেলার ১৬৫ টি সরকারি বিদ্যালয়			
শিক্ষা	সোলার প্যানেল স্থাপন	২০১৯-২০ অর্থ বছরে বিদ্যুৎ নেই এমন ১৮ টি বিদ্যালয়ে সোলার প্যানেল স্থাপনের জন্য চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে।	উপজেলার ----- টি সরকারি বিদ্যালয়			
শিক্ষা	প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা উপকরন ক্রয়	উপজেলার ১৬৫ টি স প্রা বিদ্যালয়ের ১৬৫ টি প্রাক প্রাথমিক শ্রেণীকক্ষের উন্নয়ন।	উপজেলার ----- টি সরকারি বিদ্যালয়	চলমান কর্মসূচী		
শিক্ষা	উপজেলার স প্রা বিদ্যালয়ের টয়লেট মেরামত ও সংস্কার।	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১০,০০০ টাকা করে ৩৮ টি বিদ্যালয়ের ৭২ টি ওয়াশ ব- কের রুটিন মেইনটেনেন্স করা হয়।	উপজেলার ----- টি সরকারি বিদ্যালয়	চলমান কর্মসূচী		
শিক্ষা	সাব ক্লাস্টার ট্রেনিং	১৬৫ টি স প্রা বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকদের ৩৭ টি ক্লাস্টারে ভাগ করে ৩ মাস অন্তর ১ দিন মেয়াদী প্রশিক্ষণ।	উপজেলার ----- টি সরকারি বিদ্যালয়	চলমান কর্মসূচী		
শিক্ষা	UITRCE, BANBEIS	প্রকল্পের আওতায় উপজেলাস্ মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষক আইসিটির বেসিক প্রশিক্ষণের সুযোগ লাভ করেছে। ফলে শ্রেনিকক্ষে মাল্টিমিডিয়া ক্লাস পরিচালনাসহ অনলাইনে বিভিন্ন কাজ পরিচালনা করতে শিক্ষকগণ দক্ষতা অর্জন করেছে।	উপজেলার সকল স্কুল ও মাদ্রাসার শিক্ষকবৃন্দ	চলমান কর্মসূচী		
শিক্ষা	মাধ্যমিক পর্যায়ে উপবৃত্তি প্রকল্প (SESIP)	০৩ টি উপবৃত্তি প্রকল্পের মাধ্যমে সমাজের অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠির শিক্ষা কার্যক্রমে সরকার সহায়তা করছে। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ঝরে পড়ার হার অনেকাংশে রোধ হয়েছে।	উপজেলার সকল স্কুল ও মাদ্রাসার শিক্ষকবৃন্দ	চলমান কর্মসূচী		
অবকাঠামো উন্নয়ন	জনগুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প - ২ (IRIDP-2)	হাতিয়া উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ের বিভিন্ন গ্রামীণ সড়ক, ব্রীজ, কার্লভাট নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন করা। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন , কৃষি পন্য বাজারজাতকরণের জন্য গ্রাম ও	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৫-২০২০	৪,৯৪,২২,০৮৮ ১,৭১,২৬.৯০৫	

		বাজার/গ্রোথ সেন্টারের মাঝে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, গ্রামীণ জনপদে কর্মসংস্থান সুযোগ তৈরী করার মাধ্যমে গ্রামীণ জনপদের উন্নয়ন করাএই প্রকল্পের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে উপজেলার ১০ টি সড়কের ৮.৯৬ কি মিও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২টি সড়ক পাকা করা হয়				
অবকাঠামো উন্নয়ন		উপজেলা হেডকোয়ার্টারের সাথে বিভিন্ন ইউনিয়ন সেন্টার, গ্রোথ সেন্টার, ও গ্রামের যোগাযোগ সহজতর করার লক্ষ্যে সড়ক, ব্রীজ, কার্লভাট তৈরি করা। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল গ্রামীণ সড়ক	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৩-২০১৯	২৫,৮৭,২০,৪৮৭	৪৪,১৯,০৬৭
	বরিশাল বিভাগ গ্রামীন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প -	অবকাঠামো উন্নয়ন করে এলাকার আর্থ সামাজিক উন্নয়ন, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও গ্রামীণ জনপদে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে এলাকার জনগনের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন। এই প্রকল্পের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে উপজেলার ১২ টি সড়কের ২৪ কি মি পাকা করা হয় এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৫ টি সড়কের ১১.৪২ কি মি পাকা করার কাজ চলমান আছে।				
অবকাঠামো উন্নয়ন		গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো পুনঃনির্মাণ করে গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর করা এবং এলাকার জনগনের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	১,৬৩,২৪,৫৩১৬,৪৫,৯০,৩১৮	
	পল্লী সড়ক ও ব্রীজ/কালভার্ট মেরামত কর্মসুচী (GOBM)	এই প্রকল্পের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে উপজেলার ৭ টি সড়কের ১৪.৫ কি মি মেরামত করা হয় এবং ২০১৮-১৯ সালে ১৩ টি সড়কের ২৯.৮৬ কি মি মেরামত করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের জন্য ১৪ টি সড়কের জন্য ৩,৮৩,৪১,৫৪১ টাকার প্রাক্কালন নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।				
অবকাঠামো উন্নয়ন	শহর ও ইউনিয়ন ভুমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প (CTULO)	এই প্রকল্পের আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে উপজেলার ৩টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ করা হচ্ছে।	জাহাজমারা, নিঝুমদ্বীপ, ইউনিয়ন	২০১৬-২০১৯	০০১,৫১,২১,১৫০	
অবকাঠামো উন্নয়ন	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মান প্রকল্প - ২ (UCCP-2)	উপজেলার জাহাজমারা ও চরঈশ্বর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন নির্মাণ।	জাহাজমারা ও চরঈশ্বর ইউনিয়ন	২০১১-২০২০	২,০০,১৫,২১৭০০	
অবকাঠামো উন্নয়ন	সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	এই প্রকল্পের আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২৩ টি সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার ও মেরামত করা হচ্ছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৭-২০২০	০০৭৬,০৭,৮৩৬	
অবকাঠামো উন্নয়ন	সার্বজনীন সামাজিক	এই প্রকল্পের আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২৩ টি সামাজিক ও ধর্মীয়	উপজেলার সকল	২০১৭-২০২০	০০৭৬,০৭,৮৩৬	

	অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (GSIDP)	প্রতিষ্ঠান সংস্কার ও মেরামত করা হচ্ছে।	ইউনিয়ন				
অবকাঠামো উন্নয়ন	রুরাল কমিউনিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (RCIP)	২০১৯-২০ অর্থবছরে শুরু হওয়া রুরাল কমিউনিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (RCIP) এর আওতায় আনুমানিক ১৯ কিমি গ্রামীণ সড়ক মেরামত করা হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৮-২০২২	--		--
অবকাঠামো উন্নয়ন	রংপুর বিভাগ কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প	রংপুর বিভাগ কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে সড়ক নির্মাণ ও সেচ নালা পাকা করা হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৮-২০২২	--		--
অবকাঠামো উন্নয়ন	উপজেলা শহর (পৌরসভা নেই) মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (UTMIDP)	উপজেলা শহর (পৌরসভা নেই) মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (UTMIDP) এর আওতায় সড়ক ও ড্রেন নির্মাণ করা হবে।	হাতিয়া উপজেলা	২০১৮-২০২২	--		--
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	কাবিখা	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে । এ কর্মসুচীর আওতায় প্রতি বছর গড়ে ১,০০০০০০০/-(এক কোটি) টাকার প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৪১টি ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৪১ টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে	উপজেলার ৭ টি ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	৮৪,৪৯,২২২ ও ২৮৩.৩৫ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য		৩৭১.৫ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	টি আর/কাবিটা কর্মসূচীর আওতায় সোলার প্যানেল স্থাপন	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন কর্মসূচীর (টি আর/ কাবিটা) আওতায় সোলার প্যানেল স্থাপন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় প্রতি বছর গড়ে ১০০০ হতে ১২০০ পরিবার/প্রতিষ্ঠানে সোলার স্থাপন করা হয় । ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে কাবিটা/টি আর প্রকল্পের আওতায় সোলার প্যানেল স্থাপন সংক্রান্ত ৮২ টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে	উপজেলার ৭ টি ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	২,০৬,৯৮,১২৭ ২,২৮,১৫,৮৭১		
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	ইজিপিপি	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে কর্মহীন সময়ে দরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে । প্রকল্পটি দারিদ্র বিমোচনের লক্ষে পিছিয়ে পরা গ্রামীন জনগোষ্ঠির সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করে আসছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১৩২ টি প্রকল্প এবং ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। এ কর্মসূচীর আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে হাতিয়া উপজেলায় মোট ১৯৫২ জনের কর্মসংস্থান করা হয়েছে ।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	৩,৩১,৭৭,৮১২ ৩,২৮,৭৩,৪৩		৮
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	টিআর	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন কর্মসূচী	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	১.৩১,৪১,২৭৯ ১,০০,৪৬,০০৪		

		বাস্তবায়িত হচ্ছে । প্রকল্পটি দারিদ্র বিমোচনের লক্ষে পিছিয়ে পরা গ্রামীন জনগোষ্ঠির সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করে আসছে। হাতিয়া উপজেলায় প্রকল্পের আওতায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্রতা অনেক হ্রাস পেয়েছে ও গ্রামীণ মাটির রাস্তাসমূহ ও শিক্ষা/সামাজিক প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন হয়েছে ।এ কর্মসুচীর আওতায় প্রতি বছর গড়ে ১,০০০০০০০/- (এক কোটি) টাকার প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। টি আর প্রকল্পের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২০৫ টি প্রকল্প ও ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১৫৫ টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।				
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	দুর্যোগ সহিষ্ণু ঘর নির্মাণ প্রকল্প	২০১৮-১৯ অর্থবছরে উপজেলায় ৫৬ টি পরিবারের মাঝে দুর্যোগ সহিষ্ণু ঘর নির্মাণ করা হচ্ছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	০০ ১,৪৪,৭৭,৭৩৬	
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	সেতু/ কার্লভাট নির্মাণ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২টি প্রকল্প ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।		চলমান কর্মসূচী	৬৪,৭৯,২৭৬ ২,০৮,৯৪,৪৮৯	
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	এইচবিবি করণ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১টি প্রকল্প ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।২০১৯-২০ অর্থবছরে এইচবিবি করার জন্য ২,১৫,১২,০০০ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।		চলমান কর্মসূচী	৬৪,৭৯,২৭৬ ২,০৮,৯৪,৪৮৯	
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	ভিজিএফ কার্যক্রম	ভিজিএফ একটি মানবিক সহায়তা কর্মসূচি যার মাধ্যমে সরকার গরীব পরিবারের মাঝে ধর্মীয় উৎসব ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের মাঝে খাদ্যশস্য বিতরণ করে থাকে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	৪৩৫.৯৭ মেট্রিক টন	১৯৩.৭৭ মেট্রিক টন
জনস্বাস্থ্য	১.পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্প ২.সীট মহল প্রকল্প ৩.অগ্রাধিকারমূলক গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প	পানি সরবরাহ প্রকল্পগুলো অত্র এলাকার হতদরিদ্র জনগোষ্ঠি/বিদ্যালয়ের জন্য আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানি সরবরাহ করায় সাধারণ জনগণ ও স্কুলের ছাত্রছাত্রিরা বিভিন্ন প্রকার পানিবাহিত রোগ হতে মুক্তি পাচ্ছে। বর্তমানে অত্র এলাকায় নিরাপদ পানির কভারেজ ৯৪.৯২% এ পৌঁছে গেছে। অপরদিকে জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প অত্র এলাকার হতদরিদ্র জনগোষ্ঠি/বিদ্যালয়ের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৫ সাল হতে চলমান ২০১৭ সাল হতে চলমান ২০১৮ সাল হতে চলমান ২০০৩ সাল হতে চলমান		
স্বাস্থ্য	কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্প	উপজেলার ৩৫ টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	৬৭,৮৭,২০০	৯০,০০,০০০

স্বাস্থ্য	ই পি আই কার্যক্রম	উপজেলার ০ থেকে ১৮ মাস বয়সী শিশুদের পোলিও, হাম, রুবেলা, যক্ষা ইত্যাদি রোগের টিকা প্রদান।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	৩,০৭,১৪০	৩,১৬,০০০
পরিবার পরিকল্পনা	দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ওয়ার্ড ভিত্তিক স্যাটেলাইট ক্লিনিক যথাযথভাবে সম্পাদন (উপজেলার ৭২টি ওয়ার্ডে ৫২টি স্যাটেলাইট চালু রয়েছে।)	গর্ভবতী মা ও শিশু, নবজাতক, কিশোর-কিশোরী, দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং সাধারণ রোগীদের মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে। (১) গর্ভবতী মায়ের ANC I PNC সেবা নিশ্চিত করণ; (২) নবজাতকের সেবা নিশ্চিত করণ; (৩) শিশুদের পুষ্টি সেবা নিশ্চিত করণ; (৪) কিশোর - কিশোরীদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করণ; (৫) স্বল্পমূল্যে ডায়াবেটিকস রোগী সনাক্তকরণ; (৬) স্বল্পমূল্যে রক্তের গ্রুপিং সনাক্তকরণ। (৭) বিপি মেশিনের মাধ্যমে রক্তের চাপ তথা প্রেসার নির্ণয়। (৮) অন্যান্য সাধারণ রোগীর সেবা নিশ্চিত করণ। (৯) পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিত করণ এবং ড্রোপ আউটের হার কমিয়ে আনা সম্ভব।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৭ সাল হতে ২০২২ সাল পর্যন্ত ৫ বৎসর।	--	--
পরিবার পরিকল্পনা	UH&FWC গুলোতে প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী চালুকরণ	কালীগঞ্জ উপজেলাধীন ৯ টি ইউনিয়নের প্রতিটি গর্ভবতী মা। মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ফলে গর্ভবতী মায়েদের (১) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তি দ্বারা প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী করানো যাবে। (২) মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার কমানো সম্ভব হবে। (৩) প্রসব পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে প্রয়োগ সাধন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৭ সাল হতে ২০২২ সাল পর্যন্ত ৫ বৎসর।	--	--
পরিবার পরিকল্পনা	গ্রাম/ওয়ার্ড/ পাড়া ভিত্তিক উঠান বৈঠক ও মা সমাবেশের মত অবহিতকরণ কর্মশালা সম্পাদন।	সকল মহিলা, কিশোর- কিশোরী এবং অবহেলিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। এর ফলে (১) বাল্য বিয়ে হ্রাস পাবে। (২) পরিকল্পিত পরিবার গঠন সম্ভব হবে; (৩) মায়েদের স্বাস্থ্য জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে; (৪) পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতিগত জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে; (৫) প্রতিবন্ধী শিশুর জন্ম হ্রাস পাবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৭ সাল হতে ২০২২ সাল পর্যন্ত ৫ বৎসর।	--	--
পল্লী উন্নয়ন	উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদেও কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি	প্রকল্পটি উদকনিক-২য় পর্যায় বৃহত্তর রংপুর বিভাগে ৩৫টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি দারিদ্র বিমোচনের লক্ষে পিছিয়ে পরা গ্রামিন জনগোষ্ঠি বিশেষ করে মহিলাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। প্রকল্পটির আওতায় ৬০ দিন ব্যাপী দক্ষ প্রশিক্ষকের মাধ্যমে বিভিন্ন দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ (যেমন-সেলাই, এমব্রয়টারী, শতরঞ্জি, মোবাইল সার্ভিসিং, ব্লক বাটিক ইত্যাদি) প্রদান করা হয়। পরবর্তী কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান করা হয়। ফলে কালীগঞ্জ	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	সাল থেকে মার্চ/২০ সাল পর্যন্ত ৬ বছর।		

		উপজেলায় উদকনিক প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্রতা অনেক হ্রাস পেয়েছে।				
পল্লী উন্নয়ন	পিআরডিপি-৩	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (পিআরডিপি-৩)। প্রকল্পটি উদ্দেশ্য হলো পকেল্প এলাকায় সফলভাবে লিংক মডেল বাস্তবায়ন এবং সম্প্রসারণ ঘটানো। গ্রাম ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ক্ষুদ্র অথচ গ্রামবাসির জন্য অতি প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো ভিডিসি স্কিম হিসাবে রাস্তা, কালভার্ট, স্কাল মেরামত, ড্রেনেজ, টিউবয়েল, স্যানিটারী ল্যাট্রিন ইত্যাদি স্কিমসমূহ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। স্কীমের ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকার মধ্যে প্রকল্প সহায়তা ৭০%(৭০,০০০/-), গ্রামবাসীর অংশ ২০%(২০,০০০/-) এবং ইউপির অংশ ১০%(১০,০০০/-)। পিআরডিপি-৩ প্রকল্পের ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২ স্কিম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।	উপজেলার ৪টি ইউনিয়ন	জুলাই/১৫ থেকে জুন/২০ সাল পর্যন্ত।	৪,৭৬,৬০০	২,৮৫,১০০
কৃষি	চাষী পর্যায়ে পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ	প্রকল্পভুক্ত এলাকায় ১২৫টি দলে মোট ১৮৭৫ জন কৃষক আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ব্লক (Compact) আকারে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন করবে। অত্র এলাকায় উল্লিখিত ফসলসমূহের বীজের চাহিদা পূরণ হবে।	উপজেলার ৮টি ইউনিয়ন	২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮	৪,৫৬,৬০০	০০
কৃষি	চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষন ও বিতরণ প্রকল্প	প্রকল্পভুক্ত এলাকায় ৮টি দলে মোট ৩২ জন কৃষক আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ব্লক (Compact) আকারে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন করবে। পাশাপাশি মৌ পালনের মাধ্যমে ২ টন মধু উৎপাদন করা হবে। অত্র এলাকায় উল্লিখিত ফসলসমূহের বীজের চাহিদা	উপজেলার ৮টি ইউনিয়ন (৮টি*SME গঠিত হবে)	২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮	৮২,৭৩০	০০
কৃষি	কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষন ও বিতরণ প্রকল্প	চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষন ও বিতরণ প্রকল্পটি ২০১৮-১৯ হতে এই নামে চলমান আছে।	উপজেলার ৮টি ইউনিয়ন (৮টি*SME গঠিত হবে)	২০১৮-১৯ হতে ২০২২-২৩	০০	১,৯৬,৬৩০
কৃষি	সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প	প্রকল্পভুক্ত এলাকায় ৮টি কৃষক দলে মোট ৫০৫ জন কৃষকের মাধ্যমে বহুবিধ শস্য প্রবর্তন, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা নিরুপণ করা।	উপজেলার ৮টি ইউনিয়ন	২০১৪-১৫ হতে ২০১৮-১৯	৫,৫৪,০০০	৫,৪৭,৫০০
কৃষি	খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি	বরাদ্দমাফিক অগ্রাধিকার তালিকাভূক্ত কৃষকদের ৫০% উন্নয়ন সহায়তায় আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হবে। ফলে কৃষি কাজে কৃষকদের অর্থ ও	উপজেলার ৮টি ইউনিয়ন	২০১১-১১ হতে ২০১৮-	১,৬৯,৭০০	৯৭৭৫০

	(২য় পর্যায়) প্রকল্প	শ্রম ও সময় সাশ্রয় হবে।		১৯		
কৃষি	কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প	কৃষি আবহাওয়া তথ্য বিষয়ক কেন্দ্র স্থাপন	উপজেলার ৮টি ইউনিয়ন	২০১৭-১৮ হতে ২০২১-২২	০০	১০,০০০
কৃষি	উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ ৩য় পর্যায় প্রকল্প	ইউনিয়ন কৃষক সেবা কেন্দ্র নির্মাণের মাধ্যমে ১৫০০০ জন কৃষককে দ্রুত কৃষি সেবা প্রদান করা যাবে।		২০১৮-১৯ হতে ২০২৩-২৪	০০	০০
কৃষি	ইন্টিগ্রেটেড ফার্ম ম্যানেজমেন্ট কম্পোনেন্ট (জিওবি ও আরপিও)	এই প্রকল্পের আওতায় কৃষক মাঠ স্কুলের মাধ্যমে ১৩৭৫ জন কৃষক/কৃষাণী কে কৃষি জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে।	উপজেলার ৮টি ইউনিয়ন	২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮	৭,৪৬,২৫২	২,৯১,০০০
কৃষি	রাজস্ব খাতের অর্থায়নে প্রযুক্তি প্রবর্তন ও সম্প্রসারণ কর্মসূচী	অত্র এলাকার কৃষকদের আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারে অভ্যস্ত করে তোলা, শস্য বহুমুখীকরণ করা, উচ্চমূল্যের ফসল আবাদ বৃদ্ধি করা এবং টেকসই কৃষি উন্নয়ন নিশ্চিত করা।	উপজেলার ৮টি ইউনিয়ন	২০১৬-১৭ হতে ২০২২-২৩	০০	১৭,৯১,২৫০
কৃষি	বশিাল বিভাগ কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পের	বরিশাল বিভাগ কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১০০ মিটার সেচ নালা পাকা করা হবে।	উপজেলার ৮টি ইউনিয়ন	২০১৮-১৯ হতে ২০২২-২৩	০০	১,৬৬,৫০০
প্রাণিসম্পদ	কৃষিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারন ও ভ্রণ স্নানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	এই প্রকল্পটি বাংলাদেশের গবাদি পশুর জাত উন্নয়নের মাধ্যমে দুধ ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জনগনের আমিষের চাহিদা পূরন করার লক্ষে সৃষ্টি।	উপজেলার ৮টি ইউনিয়ন	২০১৮-১৯ হতে ২০২২-২৩	০০	১,৬৬,৫০০
প্রাণিসম্পদ	সমাজভিত্তিক ও বাণিজ্যিক ভেড়া উন্নয়ন প্রকল্প	ভেড়া প্রতিপালনের উপর ২০ জন খামারিকে ২০১৭-১৮ সালে ৫ দিন ব্যাপী ও ২০১৮-১৯ সালে ২ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১২-২০১৯	৫৩,০০০	২৮,৮০০
প্রাণিসম্পদ	মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)	২০১৯-২০ অর্থবছরে এই প্রকল্পের কার্যক্রম চালু হয়েছে এবং বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে মহিষ পালন বিষয়ে খামারিদের প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২৪	০০	০০
প্রাণিসম্পদ	পিপিআর রোগ নির্মূল ও ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রন প্রকল্প	২০১৯-২০ অর্থবছরে এই প্রকল্পের কার্যক্রম চালু হয়েছে এবং বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে উপজেলায় গবাদিপশুর পিপিআর রোগ নিয়ন্ত্রন ও ক্ষুরা রোগ নির্মূল করণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্া গ্রহণ করা হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৯-২০ হতে ২০২২-২৩	০০	০০
প্রাণিসম্পদ	Livestock and Dairy Developme	২০১৯-২০ অর্থবছরে এই প্রকল্পের কার্যক্রম চালু হয়েছে এবং বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে পরবর্তী পদক্ষেপ কার্যক্রম গ্রহণ	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৯-২০ হতে	০০	০০

		করা হবে।		২০২২-২৩		
মৎস্য	ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প	উপজেলার স্থানীয় মৎস্য চাষী , মৎস্য জীবি , মৎস্য ব্যবসায়ী ও স্থানীয় মহিলাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বিকল্প আয়-বর্ধক কর্মসংস্থানের সৃষ্ঠি হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	জুলাই ২০১৫ সাল থেকে জুন ২০২০ সাল ৫ বছর	৯.৯৬,৬০০	৭,৮৩,৬০০
মৎস্য	জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প	উপজেলার স্থানীয় মৎস্য চাষী, মৎস্য জীবি, মৎস্য ব্যবসায়ী ও স্থানীয় মহিলাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বিকল্প আয়-বর্ধক কর্মসংস্থানের সৃষ্ঠি হবে। একইসাথে জলাশয়ের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	জুলাই ২০১৫ সাল থেকে জুন ২০২০ সাল ৫ বছর	৫২,০০,০০০	৫৫,৩৪,০০০
সমাজসেবা	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় বয়স্ক ভাতা বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা প্রদান কর্মসূচী	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সরকারের একটি জনবান্ধব প্রকল্প। এর আওতায় বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম অন্যতম। যে সমস্ত অসচ্ছল বয়স্ক ব্যক্তির বয়স ৬৫ বছর(পুরুষ) এবং ৬২ বছর(মহিলা) তারা ভাতা প্রাপ্তির যোগ্য বলে বিবেচিত । বর্তমানে এ উপজেলায় বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ১২,২৫০ জন। একজন ভাতাভোগী মাসিক ৫০০/- (ছয়শত) টাকা হারে ভাতা পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	৬,৯৫,৩৪,০০০	৭,৩৫,০০,০০০
সমাজসেবা		বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা কার্যক্রম একটি সময় উপযোগী হাতিয়া উপজেলার সকল ইউনিয়ন ভাতা কর্মসূচী চলমান রয়েছে। অসচ্ছল বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাগণ এ ভাতা পেয়ে থাকেন। বর্তমানে এ উপজেলায় বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ৭,৩৫০ জন। একজন ভাতাভোগী মাসিক ৫০০/- (ছয়শত) টাকা হারে ভাতা পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		
সমাজসেবা		অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক অধিকার নিশ্চিতকল্পে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম বিশেষ ভমিকা পালন করছে। শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধীগণ ভাতা পেয়ে থাকেন। বর্তমানে এ উপজেলায় অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর সংখ্যা ৪,৭২৬ জন। বর্তমানে একজন ভাতাভোগী মাসিক ৭০০/-(সাতশত) টাকা হারে ভাতা পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	৩,৪৫,৭৪,৪০০ ৩,৯৬,৯৮,৪০০	
সমাজসেবা	দলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান	দলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে এ ভাতা কার্যক্রম বিশেষ ভমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে এ উপজেলায় ৪১ জন ভাতা পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	১,৪৪,০০০ ২,৪৬,০০০	

		একজন ভাতাভোগী মাসিক ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা হারে ভাতা পেয়ে থাকেন।				
সমাজসেবা	মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা প্রদান	মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা কার্যক্রমের আওতায় এ উপজেলায় ৩১৯(তিনশত উনিশ) জন বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা পেয়ে থাকেন। একজন মুক্তিযোদ্ধা মাসিক ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা হারে সম্মানী ভাতা পেয়ে থাকেন। ২০১৯-২০ অর্থবছর হতে একজন মুক্তিযোদ্ধা মাসিক ১২,০০০/-(বার হাজার) টাকা হারে সম্মানী ভাতা পাবেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	৩,৮২,৮০,০০০ ৩,৮২,৮০,০০ ০	
সমাজসেবা	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচী	শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীগণ শিক্ষা উপবৃত্তি পেয়ে থাকে। প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত এ উপজেলা মোট ১৮০ জন শিক্ষার্থী বিভিন্ন হারে উপবৃত্তি পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	১১,৪২,৪০০ ১১,৪২,৪০০	
সমাজসেবা	দলিত ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের	দলিত ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচীর আওতায় এ উপজেলায় প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চতর স্তর পর্যন্ত মোট ৫১ জন শিক্ষার্থী বিভিন্ন হারে উপবৃত্তি পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	১,৭৩,৫০০ ৪,৭৮,৮০০	
সমাজসেবা	সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান কর্মসূচী	গরীব ও দুঃস্থ জনগনের জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন নামে অভিহিত প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়। যথা ঃ- পল্লী সমাজসেবা (আরএসএস) কার্যক্রম,পল্লী মাতৃকেন্দ্র ইত্যাদি।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	৫,০০,০০০ ১৯,৫০,০০০	
সমাজসেবা	দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পূনর্বাসন কার্যক্রম	দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পূনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধীগণ সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ পেয়ে থাকেন। একজন প্রতিবন্ধী ৩০০০০/-টাকা পর্যন্ত ক্ষুদ্রঋণ পেয়ে থাকেন।	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	১০,০০০	১০,০০০
সমাজসেবা	ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রাপ্ত এতিমদের খাদ্য, বস্ত্র ও চিকিৎসা সহায়তা	এ উপজেলায় সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক নিবন্ধিত মোট ০৪ টি এতিমখানায় ক্যাপিটেশন বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রাপ্ত একজন এতিম শিশু মাসিক ১০০০/(এক হাজার) টাকা হারে বরাদ্দ পেয়ে থাকে। এ উপজেলায় মোট ৯৯ জন এতিম শিশু ক্যাপিটেশন বরাদ্দ পেয়ে থাকে।	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	১১,৮৮,০০০	১১,৮৮,০০০
যুব উন্নয়ন	উত্তরবঙ্গের ০৭(সাত)টি জেলায় বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি	উত্তরবঙ্গের ০৭(সাত) টি জেলায় বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি প্রকল্প(২য়) এর মাধ্যমে এলাকার একই গ্রামের ১৮–৩৫বছরের মধ্যে যাদের বয়স সেই সমস্ত স্বল্প আয়ের বেকার যুবক ও যুবমহিলাদেরকে গ্রুপ ভিত্তিক বিভিন্ন অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করে প্রকল্প ভিত্তিক ঋণ প্রদান করে স্বাবলম্বী/আত্মকর্মী করে গড়ে তোলা।	সকল ইউনিয়ন	২০১৮সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত ৩ বছর	২,৫৮,১০০	৩,৪৫,০০০

মহিলা বিষয়ক	ভিজিডি চক্র	অত্র উপজেলার ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২১৩৬ জন দুঃস্, অসহায়, হত দরিদ্র, স্বামী পরিত্যাক্তা এবং বিধবা মহিলাদেরকে প্রতি মাসে মাথা পিছু ৩০ কেজি হারে খাদ্যশষ্য (চাল) বিতরণ করা হয় এবং ভিজিডি উপকারভোগীদেরকে অত্র দপ্তরের চুক্তিবদ্ধ এনজিও ছায়াপথ কর্তৃক IGA প্রশিক্ষণ প্রদানসহ প্যাকেজ সেবা প্রদান করা হয়।	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	২,৯৬,০০০ ৭৬৮.৯৬ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য	২,৯৬,০০০ ৭৬৮.৯৬ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য
মহিলা বিষয়ক	দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচি	অত্র উপজেলার ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৩৬০ জন দুঃস্, অসহায়, হত দরিদ্র, গর্ভবতী মহিলাদেরকে প্রতি মাসে মাসিক ৮০০/- টাকা হিসেবে ভাতা প্রদান করা হয় এবং উপকারভোগীদেরকে অত্র দপ্তরের চুক্তিবদ্ধ এনজিও পারিবারিক আয় উন্নয়ন সংস্থা (FIDA) কর্তৃক IGA প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	৬৪,৮০,০০০	১,৩২,২৮,৪০০
মহিলা বিষয়ক	মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (WTC)	দর্জি বিজ্ঞান ট্রেডে বছরে ১২০ জন প্রতি ০৩ (তিন) মাস পর পর বছরে ০৪ টি ব্যাচ	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	৪,৬০,০০০	৭,৮০,০০০
মহিলা বিষয়ক	উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক (আইজিএ) প্রশিক্ষণ প্রকল্প	অত্র উপজেলার দুঃস্, অসহায়, গরীব, স্বামী পরিত্যাক্তা এবং বিধবা মহিলা , যাদের বয়স ১৮-৪৫ বছরের মধ্যে তাদেরকে ০৩ (তিন) মাস পর পর আয়বর্ধক মূলক প্রশিক্ষণ দর্জি বিজ্ঞান এবং ব্লক বাটিক ০২ টি ট্রেডে ৪০(চল্লিশ) জন প্রশিক্ষনার্থী অত্র কার্যালয়ে ভর্তি করা হয় এবং প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রতি মাসে ২০০০/- টাকা হিসেবে ভাতা প্রদান সহ অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়	সকল ইউনিয়ন	জানুয়ারি ১৭-ডিসেম্বর '১৯	৪,৬১,৬০৯	৯,৬০,০০০
মহিলা বিষয়ক	নিবন্ধনকৃতস্বেচ্ছাসেবীমহিলা সমিতি সমূহের	সক্রিয় নিবন্ধনকৃত স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি সমূহের বাৎসরিক অনুদান প্রদান করা হয়।	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	৩.০৫,০০০	২,৭৫,০০০
মহিলা বিষয়ক	মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ০২ বছর মেয়াদি মাসিক কিস্তিতে আদায়যোগ্য ঋণ প্রদান করা হয়।	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	৪১,০০০	৬২,০০০
বন	বৃহত্তর বরিশাল জেলা টেকসই সামাজিক	২০১৮-১৯ অর্থবছরে উপজেলার ১৮ কিমি সড়কে Street Plantation এর আওতায় বৃক্ষরোপণ করা হয় এবং ৪৪ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।	নাজিরপুর উপজেলা	চলমান কর্মসূচী	৪,০০,০০০	০০০
সমবায়	আশ্রয়ন/আবাসন প্রকল্পে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান	আশ্রয়ন প্রকল্পের সুফলভোগী ১,৩৬০ জন, সুফলভোগীদের ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মকর্ম সংস্থান সৃষ্টিকরন		চলমান কর্মসূচী	৫৭,৮০,০০০	৫৭,৮০,০০০
সমবায়	সমবায় সমিতি নিবন্ধন	১৪৩ টি সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ৬৫৭০ জন , সমিতির সদস্যরা শেয়ার ও সঞ্চয় প্রদানের মাধ্যমে নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিকরন	নজিরপুর উপজেলা	চলমান কর্মসূচী		
সমবায়	সমবায় সমিতির বার্ষিক অডিট সম্পাদন,	১৪৩ টি সমবায় সমিতি বার্ষিক অডিট সম্পাদন, পরিদর্শন ও তদারকি করনের মাধ্যমে সমিতির সদস্যদের প্রদানকৃত	নাজিরপুর উপজেলার নিবনন্ধিত	চলমান কর্মসূচী		

	পরিদর্শন ও তদারকি করন	অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরন।	সমিতির	
সমবায়	ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ প্রদান	প্রত্যেক প্রশিক্ষণে ৫/৮ টি সমিতির ২৫ জন সদস্যর সমন্নয় একদিনের প্রশিক্ষণ প্রদান	নাজিরপুর উপজেলার নিবনদ্ধিত সমিতির সদস্যদের	চলমান কর্মসূচী
সমবায়	আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়াতন ও কোটবাড়ী কুমিল্লায় বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণার্থী চাহিদা অনুযায়ী প্রেরণ	নাজিরপুর উপজেলার নিবনদ্ধিত সমিতির সদস্যদের আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়াতন ও কোটবাড়ী কুমিল্লায় বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণার্থী চাহিদা অনুযায়ী প্রেরণ করা হয়।	নাজিরপুর উপজেলার নিবনদ্ধিত সমিতির সদস্যদের	চলমান কর্মসূচী
ব্যুরো বাংলাদেশ	কৃষি অর্থায়ন কর্মসুচী	দেশে ৮৫ ভাগ লোক প্রত্যক্ষ ও পরক্ষ্য ভাবে কৃষিতে জড়িত তাদের কথা মাথায় রেখে ৪০৩ জন সদস্যর মাঝে বিভিন্ন খাতে ১ কোটি৫৫ লক্ষ টাকা ঋন সেবা প্রদান করে জীবন যাত্রার মানের পরিবর্তন ঘটানো চেষ্টা করা । খাতগুলো হলো জমি ক্রয়, জমি বন্ধকি, ধান ভূটা চাষ,ডেইরী খামার, পোল্টি খামার মাছ চাষ, কুষিতে যান্ত্রিকি করণ ইত্যাদি	নাজিরপুর	চলমান কর্মসূচী
ব্যুরো বাংলাদেশ	ক্ষুদ্রও মাঝারী উদ্যোগ অর্থায়ন কর্মসুচী	২৫৪ জন উদ্যেক্তার মাঝে ৩ কোটি ৪৯লক্ষ টাকা ঋন সেবা প্রদান করে তাদের নবীন উদ্যেক্তা হিসাবে প্রতিষ্টাকরা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন ঘটানো চেষ্টা করা। নতুন ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণ করা। পুরাতন ব্যবসা বৃদ্ধি করা ইত্যাদি খাত	নাজিরপুর চলমান	
ব্যুরো বাংলাদেশ	মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মসুচী	Water org এর আর্থিক সহযোগিতায় কৃষি মৎস চাষ,খামার পরিচালনা নিরাপদ পানি স্যানিটেশন এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক ০২টি ব্যচে ৫৬ জনকে প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়।	নাজিরপুর চলমান	
ব্যুরো বাংলাদেশ	দুর্যোগ ব্যবস্পাপনা কর্মসূচী	এলাকায় ঘটে যাওয়া দুযোগের বন্যা,ঘূনিঝড়,শীত, ভূমিকম্প ইত্যাদি পরবর্তী সময়ে ক্ষতি গ্রস্ জন গোষ্টীকে পুনরায় সাবলম্ভী করে তোলার চেষ্টা করে যাচ্ছে বুরো বাংলাদেশ	নাজিরপুর	চলমান
ব্যুরো বাংলাদেশ	রেমিট্যান্স সেবা	ব্যাংক এশিয়া,প্রাইম ব্যাংক লিঃ,এবি ব্যাংক লিঃ এবং দি সিটি ব্যাংক লিঃ মাধ্যমে যে কোন দেশ থেকে তার প্রিয়জনদের পাটানো টাকা পিন/গোপন	নাজিরপুর	চলমান

আবাসন	জমি আছে ঘর নাই	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে পরিচালিত "জমি আছে ঘর নাই" প্রকল্পের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে উপজেলার ৭৭২টি গরীব ও দুঃস্ গৃহহীন পরিবার যাদের জমি আছে ঘর নাই এদের জন্য ১ কামরা বিশিষ্ট ঘর নির্মাণ।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯
অবকাঠামো উন্নয়ন	জেলা ও উপজেলা শহরে ৫৬০ টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টার নির্মাণ প্রকল্প।	এই প্রকল্পের আওতায় হাতিয়া উপজেলায় একটি তিন তলা বিশিষ্ট মডেল মসজিদ ইসলামিক সেন্টার নির্মাণ কাজ চলমান আছে।		

৬. রূপকল্প

উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে রূপকল্প একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রূপকল্প হচ্ছে উপজেলা এবং এর জনসাধারণের কাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি বা চিত্র। উপজেলার প্রেক্ষিতে রূপকল্প হচ্ছে উপজেলা এবং এর জনসাধারণের দ্বারা স্থিরকৃত কাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি বা চিত্র।এটা জনসাধারণের নিকট ব্যক্ত করা উপজেলার ভবিষ্যত চিত্র এবং উপজেলা কি করতে চায় এবং কোথায় যেতে চায়। সে কারণে এটা উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে এবং উপজেলার ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণে সহায়তা করে। এই প্রেক্ষাপটে, একটি গুরুত্ব প্রশ্ন হচ্ছে, "আপনি ভবিষ্যতে আপনার উপজেলাকে কিভাবে দেখতে চান?"।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২০-২৪ প্রণয়নে উপজেলা পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত রূপকল্প নির্ধারণ করেছে যেখানে ৫ টি বিষয়ের উপর

গুরুত্বরোপ করেছে, যা কিনা এই উপজেলার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

"নাজিরপুর উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ ও জনগণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ, কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, এবং উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে জনগণের জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন।"

পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার খাতওয়ারী লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পরিমাপযোগ্য সূচক নির্ধারণ

প. বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য অবশ্যই সুনির্দিষ্ট হওয়া উচিত যেটি পরিকল্পনার রূপকল্প বিবরনীর সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। উপজেলা পরিষদ তার নিজস্ব পরিস্থিতি পর্যালোচনার উপর ভিত্তি করে তার নিজস্ব লক্ষ্য নির্ধারণ করবে - যেখানে পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা কোথায় গুরুত্ব আরোপ করবে এবং আগামী পাঁচ বছর কোন্ কোন্ লক্ষ্যে কাজ করবে তার বিবরণ থাকবে। উপজেলা উন্নয়নের প্রধান খাতসমূহ চিহ্নিত করবে যা রূপকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। অংশীজনের অধিকার নিশ্চিতকল্পে পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য নির্ধারণের প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্তি এবং অংশগ্রহনমূলক

হওয়া উচিত।

উপজেলা পরিষদ উপজেলার বিভিন্ন খাতের পরিস্থিতি ও আর্থ-সামাজিক তথ্য বিশ্লেষণ করে ৫টি খাতের উপর গুরুত্বারোপ করেছে এবং তা

সবচাইতে আগে প্রাধান্য পাবে বলে মনে করে। এক্ষেত্রে শিক্ষা খাতের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের বিশেষতঃ ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করা। এখানে উল্লেখ্য যে ২০১৬ সালের এসডিজি'র তথ্য অনুযায়ী উপজেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার ৮০ভাগের উপর এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে উপজেলার উপস্থিতির হার মাত্র ৬৭ শতাংশ।বিভিন্ন উৎস হতে উপজেলায় চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, শিক্ষা খাতে উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা খাতের তুলনায় মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে জাতীয় সরকারের কার্যক্রম কম। প্রাথমিক শিক্ষা খাতের উন্নয়নে জাতীয় সরকার অনেক বেশি বরাদ্দ প্রদান করছে। একারনে উপজেলা পরিষদ প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি মাধ্যমিক শিক্ষা খাতকে প্রাধান্য দিয়েছে।প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে উপস্থিতির হার শতভাগ অর্জন করার লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ যে সকল বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার কম সেখানে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে । একই সাথে উপজেলা পরিষদ তার আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনায় রেখে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন ও আসবাপত্র প্রদান, বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট সকলের প্রশিক্ষন, ছাত্রীদের মাঝে উপকরণ প্রদান ও বিদ্যালয়ে ছাত্রীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। উপজেলা পরিষদ মনে করে এইসকল কার্যক্রম সম্পূর্ণ হলে ২০২৪ সাল নাগাদ হাতিয়া উপজেলায় প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার শতভাগ এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে নূন্যতম ৮০ ভাগ অর্জন সম্ভবপর হবে। স্বাস্থ্য খাতে উপজেলা পরিষদের লক্ষ্য হলো, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ও ক্লিনিকসমূহে অবকাঠামো ও উপকরণ প্রদানের মাধ্যমে রোগীদের সেবা প্রহণ নিশ্চিতকরন ও শতভাগ প্রাতিষ্ঠানিক

নরমাল ডেলিভারি অর্জনের মাধ্যমে শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার কমিয়ে জাতীয় লক্ষ্য অর্জন করা এবং উপজেলায় শতভাগ স্যানিটেশন কাভারেজ অর্জন করা।উপজেলা পরিষদের সীমিত অর্থে বৃহৎ পাকা সড়ক নির্মাণ কষ্টকর বিধায় উপজেলা পরিষদ উপজেলার জনগণের যাতায়তের সুবিধার্থে বিভিন্ন পরিষেবাগুলোকে সংযোগকারী ছোট ছোট সড়ক, বড় সড়কের স্থায়িত্ব বৃদ্ধিতে গাইড ওয়াল ও জলাবদ্ধতা নিরসনে ড্রেন ও কার্লভাট নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে কৃষকদের প্রশিক্ষণ, উপকরণ প্রদান ও ভ্যাক্সিন ক্রয় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বেকার যুবক ও সমাজের পিছিয়ে পরা নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ছক ৫: বার্ষিক পরিকল্পনার খাতওয়ারী লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পরিমাপযোগ্য সূচক নির্ধারণ

ক্র:নং	বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য	খাত	ফলাফল	পরিমাপযোগ্য সূচক
	শিক্ষার্থীদের জন্য মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বৃদ্ধি করা।	শিক্ষা	২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ৫৯ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার ৪৯ শ্রণীকক্ষের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, মাঠ সংস্কার, সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন করা হবে এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা ও উপকরণ প্রদান । ২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ১০০টি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২০০০ জোড়া বেঞ্চ প্রদান করা হবে। ২০২৩/২৪ এর সালের মলে ৬০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার শিক্ষকগন গণিত, ইংরেজী ও আইসিটির উপর প্রশিক্ষিত হবে। ২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ১২ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাতে ছাত্রীবান্ধব পরিবেশ স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহ উন্নত করা হবে। ২০২৩/২৪ সালের মধে ২৩০ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে খেলাধুলার সামগ্রী বিতরণ ও উপকরণ প্রদান ২০২৩/২৪ সালের মধ্যেছাত্রীদের ঝরে পরা রোধে মাধ্যমিক	২০২৩/২৪ সালের মধ্যে উপজেলার মাধ্যমিক পর্যায়ের ৬৩ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণের পরিবেশ উন্নত করার মাধ্যমে উপস্থিতির হার ৮০ ভাগে উন্নীত করা। এসডিজি'র লক্ষ্য অনুযায়ী.২০২৩/২৪ সালের মধ্যে উপজেলার শতভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ নিশ্চিত হবে।

			বিদ্যালয় পর্যায়ে বাল্যবিবাহ বিরোধী ৪০টি ক্যাম্পেইনের আয়োজন করা যেতে পারে।	
			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা বিষয়ের উপর প্রশিক্ষিত হবে।	
			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন মেরামত করা হবে।	
			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে বিদ্যালয়ে ডিজিটাল কনটেন্ট এ পাঠদান উপযোগী শ্রেণীকক্ষ সজ্জিতকরন ও মাল্টিমিডিয়া ৫০	
			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ঝরে পড়ার হার শুন্যে নেমে আসবে এবং উপস্থিতির হার শতভাগ অর্জিত হবে।	২০২৩/২৪ সালের মধ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা বিষয়ের উপর প্রশিক্ষিত হবে।
উপজেলার সকল জনগণের জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা বিশেষতঃ গর্ভবতী মা ও নবজাতকের মৃত্যু ঝুঁকি হ্রাস করা ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পানিবাহিত রোগের ঝুঁকি কমানো।	স্বাস্থ্য		২০২৩/২৪ সালের মধ্যে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র, কমিউনিটি ক্লিনিক, ইপিআই কেন্দ্রসমূহ ও স্যাটেলাইট ক্লিনিকসমূহে চাহিদামাফিক যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন করা হবে। ২০২৩/২৪ সালের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারী করানোর বিষয়ে জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্যাম্পেইন আয়োজন করা হবে।	২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ৫টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে নরমাল ডেলিভারী চালুর সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা হবে। মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার বর্তমানের চেয়ে অর্ধেক এ নেমে আসবে এবং শতভাগ প্রাতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারী অর্জন হবে।
			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ৫০০০	শতভাগ স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানি

		পরিবারের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন ২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ৫০০ পরিবারের জন্য নলকূপ স্থাপন করা হবে।	ব্যবহারের নিশ্চিত হবে।
স্থানীয় অবকাঠামো ও সড়ক উন্নতির মাধ্যমে পরিষেবাগুলিতে জনসাধারণের প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধি	যোগাযোগ ভৌত অবকাঠামো	২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ১০কিমি সংযোগকারী সড়ক এইচবিবি/সিসি করা হবে ২০২৩/২৪ সাল নাগাদ সড়ক ও গুরু ত্বপূর্ণ স্থানের জলাবদ্ধতা নিরসনে ২৫০০ মিটার ড্রেন নির্মাণ করা হবে। ২০২৩/২৪ সাল নাগাদ সড়কের স্থায়ীত্ব বৃদ্ধিতে ২৫০০ মিটার গাইড ওয়াল নির্মাণ করা হবে। ২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ২৪ টি কার্লভাট নির্মাণ করা হবে। ২০২৩/২৪ সালের মধ্যে উপজেলার চাহিদামাফিক বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন করা হবে।	উপজেলার ২.৫ লক্ষ মানুষের বিভিন্ন পরিষেবাগুলিতে প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধি সহজতর হবে।
কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের জীবিকার উন্নয়ন।	কৃষি মৎস্য প্রানীসম্পদ	২০২৩/২৪ সালের মধ্যে অত্র উপজেলার ৪০০ জন সবজিচাষীকে প্রশিক্ষণ ও ও বিভিন্ন দলে উপকরণ প্রদান করা হবে। ২০২৩/২৪ সালের মধ্যে উপজেলার ২০০ জন মৎস্যচাষি কে প্রশিক্ষণ ও উপকরণ প্রদান করা হবে। ২০২৩/২৪ সালের মধ্যে উপজেলার সকল গবাদিপশুপাখিকে কৃমিনাশক ঔষধ, বিভিন্ন রোগের ভ্যাক্সিন প্রদান করা হবে।	২০২৩/২৪ সালের মধ্যে সবজির উৎপাদন বর্তমানের ২৩,০০০ মেট্রিক টন হতে বেড়ে ৩০,০০০ মেট্রিক টনে উন্নীত হবে। ২০২৩/২৪ সালের মধ্যে সবজির উৎপাদন বর্তমানের ৪৪৮৫ মেট্রিক টন হতে বেড়ে ৫০০০ মেট্রিক টনে উন্নীত হবে।

৮. প্রকল্প সারসংক্ষেপ :

পরিস্থিতি বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে উপজেলা পরিষদ তাঁদের রূপকল্প, পঞ্চ বার্ষিক লক্ষ্য, এবং পরিমাপযোগ্য সূচকের সাথে প্রত্যাশিত ফলাফল নির্ধারণ করেছে ও আগামী পাঁচ বছরের কার্যক্রমের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করেছে এই অগ্রাধিকারসমূহ উপজেলা উন্নয়ন কৌশল নির্বাচনের ভিত্তি হসেবে কাজ করবে যা পরিকল্পনা ফরম্যাট এ অন্তর্ভুক্ত হবে। এ পরিকল্পনা ফরম্যাট মধ্যমেয়াদী নীতি-নির্দেশনা যা উপজেলাকে পথ দেখায় উন্নয়নের কোন পথে সবচেয়ে কার্যকরী ও দক্ষতার সাথে রূপকল্প, পঞ্চ বার্ষিক লক্ষ্য, এবং প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জন করতে পারে। এই পরিকল্পনা ফরম্যাট পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য এবং ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে বার্ষিক পরিকল্পনার কোন কোন প্রকল্প, স্কিম অথবা উদ্যোগকে অর্থায়ন করতে হবে তা নির্ধারণ করেছে।

ছক ৬ ঃ উপজেলা প্রকল্প সারসংক্ষেপ

প্রকল্প বিবরণী					অবস্থান	বাস্তবায়নসূচী					বিনিয়োগ			প্রস্তাবনার উৎস্য
আইডি ট্যাগ	কর্মসূচীর নাম	বিবরণ	অভিষ্ট লক্ষ/পরিমাণ	প্রত্যাশিত উপকারভোগী পুরুষ/নারী,শিশু, প্রতিবন্ধী	খাত	অবস্থান (ইউপি)	বাস্তবায়নের বছর					বাস্তবায়নকারী সস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয়	তহবিলের উৎস্য	
০১	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ও মাদ্রাসার শ্রেণীকক্ষের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, মাঠ সংস্কার, সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন করা হবে এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সুযোগ সুবিধা প্রদান	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা।	----টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আনুমানিক ২৫০০০ শিক্ষার্থী	**শিক্ষা**	**উপজেলার** ---- টি ইউনিয়ন	**১**	**২**	**৩**	**৪**	**৫**	উপজেলা প্রকৌশলী এবং মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	-----লক্ষ	অন্যান্য উপজেলা তহবিল	টি ইউনিয়ন
০২	মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বেঞ্চ , আসবাবপত্র প্রদান	শ্রেণী কক্ষসমূহে ছাত্র-ছাত্রীদের বসার সমস্যা দূর হবে	৫০ টি মাধ্যমিক ও ৫০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়	---- টি ইউনিয়নের ৬০০০ শিক্ষার্থী	**শিক্ষা**	**উপজেলার** ---- টি ইউনিয়ন	**১**	**২**	**৩**	**৪**	**৫**	উপজেলা প্রকৌশলী ও পরিষদ	-----লক্ষ	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলার ---- টি ইউনিয়ন
০৩	সকল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে খেলাধুলার সামগ্রী প্রদান	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে উপস্থিতি	২৩০টি বিদ্যালয়	উপজেলার ৫০,০০০ শিক্ষার্থী	**শিক্ষা**	**উপজেলার** ---- টি ইউনিয়ন	**১**	**২**	**৩**	**৪**	**৫**	উপজেলা প্রাথমিক ও মাধ্যমি শিক্ষা অফিসার	-----লক্ষ	এডিপি ও অন্যান্য	উপজেলা পরিষদ
০৪	উপজেলার দরিদ্র, মেধাবী ,নারী ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ প্রদান।	দরিদ্র, মেধাবী ও নারী শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে আগমন	২৩০টি বিদ্যালয়	উপজেলার ৫০,০০০ শিক্ষার্থী		**উপজেলার** ---- টি ইউনিয়ন	**১**	**২**	**৩**	**৪**	**৫**	উপজেলা প্রকৌশলী	-----লক্ষ	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলার ---- টি ইউনিয়ন

		নিশ্চিত হবে।													
০৫	বিদ্যুতবিহীন প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে সোলার প্যানেল স্থাপন	বিদ্যালয়সমূহে ডিজিটাল কনটেন্ট ব্যবহার করে পাঠদান সম্ভব হবে।	১০ টি বিদ্যালয়	উপজেলার ১২০০ শিক্ষার্থী	**শিক্ষা**	**উপজেলার** -- - টি ইউনিয়ন	**১**	**২**	**৩**	**৪**	**৫**	উপজেলা প্রকৌশলী	-----লক্ষ	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা শিক্ষা অফিসার
	প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ।	সার্বিকভাবে বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট সকলের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।	৬০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৩০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ইংরেজী, গনিত, বিজ্ঞান ও আইসিটির শিক্ষকগন ও ৩০ টি বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ	**শিক্ষা**	**উপজেলার** -- - টি ইউনিয়ন	**১**	**২**	**৩**	**৪**	**৫**	উপজেলা প্রকৌশলী	-----লক্ষ	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও মাধ্যমিক শিক্ষ অফিসার
	উপজেলার কলেজসমূহে আসবাবপত্র প্রদান, অবকাঠামো উন্নয়ন করা	কলেজসমূহে শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত হবে।	উপজেলার---টি কলেজ	------শিক্ষার্থী	**শিক্ষা**	**উপজেলার** -- - টি ইউনিয়ন	**১**	**২**	**৩**	**৪**	**৫**	উপজেলা প্রকৌশলী	-----লক্ষ	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ
	মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাতে স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নত করা	শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ও নিরাপদ পানি ব্যবহার নিশ্চিত করা	১২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাতে	------শিক্ষার্থী	**শিক্ষা**	**উপজেলার** -- - টি ইউনিয়ন	**১**	**২**	**৩**	**৪**	**৫**	উপজেলা প্রকৌশলী	-----লক্ষ	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ
	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য বাল্যবিবাহ বিরোধী ক্যাম্পেইন	বাল্যবিবাহের কারনে ছাত্রীদেও ঝড়ে পড়া রোধ	মাধ্যমিক বিদ্যালয়পর্যায়ে ৪০ টি ক্যাম্পেইন	মাধ্যমিক পর্যায়ে অধ্যয়নরত ৯৫০০ ছাত্রী	**শিক্ষা**	**উপজেলার** -- - টি ইউনিয়ন	**১**	**২**	**৩**	**৪**	**৫**	**উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা ও মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা**	-----লক্ষ	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ
	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন মেরামত করন।	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ উপযুক্ত পরিবেশ	৯০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০,০০০ হাজার শিক্ষার্থী	**শিক্ষা**	**উপজেলার** -- - টি ইউনিয়ন	**১**	**২**	**৩**	**৪**	**৫**	**উপজেলা শিক্ষা অফিসার**	-----লক্ষ	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ

	নিশ্চিত করা।													
উপজেলা স্বাস্য কমপ্লেক্স , উপস্বাস্যকেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহে চিকিৎসা উপকরণ প্রদান ও অবকাঠামো উন্নয়ন	রোগীদের মানসম্মত সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিত হবে।	১টি স্বাস্য কমপ্লেক্স ৩ টিউপ স্বাস্যকেন্দ্র ৩৫টি কমিউনিটি ক্লিনিক	উপজেলার ২.৫ লক্ষ অধিবাসী	**স্বাস্থ্য**	**উপজেলার** -- - টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	**উপজেরা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ও** উপজেলা প্রকৌশলী	-----লক্ষ	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ, **উপজেরা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা**
ইউনিয়ন স্বাস্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে প্রাতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারী চালুর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদান।	শতভাগ প্রাতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারী নিশ্চিত করণ	৫টি ইউনিয়ন স্বাস্য ও	উপজেলার সকল	**স্বাস্থ্য**	**উপজেলার** -- - টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	**উপজেরা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ও** উপজেলা প্রকৌশলী	-----লক্ষ	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ, **উপজেরা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা**
প্রাতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারী , স্বাস্য শিক্ষা বিষয়ক ক্যাম্পেইন /প্রশিক্ষণ।	মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস পাবে	---টি ক্যাম্পেইন	উপজেলার সকল গর্ভবতী মা ও নবজাতক	**স্বাস্থ্য**	**উপজেলার** -- - টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	**উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ও** উপজেলা প্রকৌশলী	-----লক্ষ	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ, **উপজেরা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা**
দরিদ্র পরিবারের জন্য স্বাস্যসম্মত ল্যাট্রিন নির্মাণ ও বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে গণশৌচাগার নির্মাণ।	উপজেলার শতভাগ জনগণ স্বাস্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার করবে।	৩০০০ দরিদ্র পরিবার	দরিদ্র পরিবারের ১৫০০০ হাজার সদস্য	**স্বাস্থ্য**	**উপজেলার** -- - টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা প্রকৌশলী	-----লক্ষ	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ, ও **ইউনিয়ন পরিষদ**
দরিদ্র পরিবার ও প্রতিষ্ঠানে নলকূপ বিতরণ।	উপজেলার শতভাগ জনগণ নিরাপদ পানি ব্যবহার করবে।	৫০০ দরিদ্র পরিবার/ প্রতিষ্ঠান	৫০০ পরিবারের ২০০০ হাজারের অধিক সদস্য	স্বাস্য	**উপজেলার** -- - টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা প্রকৌশলী	-----লক্ষ	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ, ও **ইউনিয়ন পরিষদ**
উপজেলার বিভিন্ন সড়ক	জলাবদ্ধতা	৫০০০ মিটার	উপজেলার	যোগাযোগ	**উপজেলার** --	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা	-----লক্ষ	এডিপি ও	উপজেলা

ও স্থানে ড্রেন, প্যালাসাইডিং ও কার্লভাট নির্মাণ।	নিরসন হবে এবং রাস্তার স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে।	ড্রেন, প্যালাসাইডিং ও ২৪ টি কার্লভাট	২.৫ লক্ষ অধিবাসী		- টি ইউনিয়ন						প্রকৌশলী		অন্যান্য উপজেলা তহবিল	পরিষদ, ও **ইউনিয়ন পরিষদ**
পরিসেবাগুলোতে সংযোগকারি সড়ক নির্মাণ।	পরিষেবাগুলোতে জনগণের প্রবেশগম্যতা	১০ কিমি সংযোগকারী সড়ক	উপজেলার ২.৫ লক্ষ অধিবাসী	যোগাযোগ	**উপজেলার** -- - টি ইউনিয়ন	**১**	**২**	**৩**	**৪**	**৫**	উপজেলা প্রকৌশলী	-----লক্ষ	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ, ও **ইউনিয়ন পরিষদ**
উপজেলার চাহিদামাফিক বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন করা	সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও দপ্তরে সেবা প্রাপ্তি সহজতর হবে।	**১৫টি** অবকাঠামো উন্নয়ন	উপজেলার ২.৫ লক্ষ অধিবাসী	অবকাঠামো উন্নয়ন	**উপজেলার** -- - টি ইউনিয়ন	**১**	**২**	**৩**	**৪**	**৫**	উপজেলা প্রকৌশলী	-----লক্ষ	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ **ও বিভাগসমূহ**
উপজেলার কৃষক, মৎস্যচাষি, ও গবাদি পশুপাখি পালনকারীদের প্রশিক্ষণ ও উপকরণ প্রদান	উপজেলায় কৃষি উৎপাদন, মৎস্য ও গবাদিপশুপাখির উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে	৭০০ কৃষক, মৎস্যচাষি, ও গবাদি পশুপাখি পালনকারী		কৃষি, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ	**উপজেলার** -- - টি ইউনিয়ন	**১**	**২**	**৩**	**৪**	**৫**	উপজেলা প্রকৌশলী	-----লক্ষ	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ **ও --- টি বিভাগসমূহ**
দরিদ্র পরিবারের বেকার যুবক ও হতদরিদ্র, বিধবা, প্রতিবন্ধী, তালাক প্রাপ্ত, স্বামী পরিত্যাক্তা ,বাল্য বিয়ের শিকার নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির ব্যবস্থা করা।	বেকার যুবক ও সমাজের সুবিধা বঞ্চিত নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।	৩০০ বেকার যুবক ও ও সমাজের সুবিধা বঞ্চিত নারী	২০০০ অধিবাসী	কর্মসংস্থান	**উপজেলার** -- - টি ইউনিয়ন	**১**	**২**	**৩**	**৪**	**৫**	উপজেলা প্রকৌশলী	-----লক্ষ	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ, পল্লী উন্নয়ন, মহিলা বিষয়ক, সমবায়, সমাজসেবা কর্মকর্তার কার্যালয়
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান	দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে ত্রান	০৮ টি ইউনিয়নে ০৮ টি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দলের	২.৫ লক্ষ অধিবাসী	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	**উপজেলার** -- - টি ইউনিয়ন	**১**	**২**	**৩**	**৪**	**৫**	উপজেলা প্রকৌশলী	-----লক্ষ	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার

ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করবে।	সদস্যগণ		কার্যালয়

৯.বার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষন এবং মূল্যায়ন

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা উপজেলার উন্নয়নে একটি মৌলিক মধ্যমেয়াদী কাঠামো প্রদান করে থাকে। উপজেলার সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে মিল রেখে বার্ষিক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বাস্তবায়িত হবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষন কর্মসূচি বার্ষিক ভিত্তিতে করা বাঞ্ছনীয়। পরিবীক্ষণ কর্মসূচির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো অনুযায়ী উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন কর্মসূচীর সকল কার্যক্রমে সম্পদের ব্যবহার এবং ফলাফল পরিবীক্ষন ও তদারকি পরিষদের চেয়ারম্যান এবং ভাইস-চেয়ারম্যান করবেন। উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উপজেলা পরিষদকে সহায়তা প্রদান করা এবং তদারকি করে অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রদান করার দায়িত্ব উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রকল্প সংক্রান্ত সকল প্রতিবেদন এবং পরিষদের সদস্যদের পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করবেন এবং একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তৈরি করে উপজেলা পরিষদের সভায় উপস্াপন করবেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রকল্প-বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্যাদির একটি লিখিত বিবরনীও সংরক্ষণ করবেন।

পরিবীক্ষণ হলো পরিকল্পনার অগ্রগতি এবং সম্পাদিত কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যের একটি নিয়মিত সংকলন এবং বিশে-ষণ যা পরিমাপক সূচকের মাধ্যমে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য এবং প্রত্যাশিত ফলাফলের অগ্রগত ও অর্জন তুলে ধরে। অসামঞ্জস্যতা নিরূপণ করে থাকে। টিজিপি এর সহায়তায় ইউসিএফবিপিএলআরএম বার্ষিক ভিত্তিতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পর্যবেক্ষণ করে থাকে। ফলাফলের উপর ভিত্তি করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন হয়। বার্ষিক পরিকল্পনার পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন গুলির সমন্বয় করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বাৎসরিক পর্যবেক্ষণ সম্পন্ন করতে হবে। একটি বছরের প্রকল্প এবং কার্য-প্রনালীর প্রত্যাশিত ফলাফল অনুসারে কতটুকু কাজ হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বাৎসরিক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রতি বছর উপজেলা পরিষদের সভায় পর্যালোচনা করতে হবে। উপজেলা পরিষদ তার দায়িত্ব এবং স্বচ্ছতার অংশ হিসেবে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন ডিসি অফিসে পেশ করবে এবং সাথে সাথে ডিডিএলজি এর অফিসেও প্রেরণ করবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাঝামাঝি সময়ে (৩য় বছর), একটি মধ্যবর্তী মূল্যায়ন সম্পাদন করতে হবে যা পরিকল্পনার অগ্রগতি নির্ণয় করবে। প্রয়োজনে এই মূল্যায়নের সুপারিশের ভিত্তিতে পর্যবেক্ষনের সুপারিশের ভিত্তিতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সংশোধনও হতে পারে। পর্যালোচনার ভিত্তিতে প্রয়োজন অনুযায়ী উপজেলা পরিষদ পরিস্িতি বুঝার জন্য এবং সাথে সাথে ঐ সময়ে সাধারন মানুষের চাহিদা জানার জন্য পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা পুনঃবিবেচনা করার কথা ভাবতে পারে। পুনঃপর্যালোচনার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলি থাকতে পারে তা নিন্মরূপঃ

১. বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং সম্ভাবনাসমূহ;

২. বাস্তবায়িত প্রকল্পের ফলাফল এবং সুবিধাসমূহ;

৩. অগ্রগতির বিলম্ব এবং এর কারন;

৪. স্ানীয় জনগনের পরিস্িতি, চাহিদা এবং অগ্রাধিকারের পরিবর্তন;

৫. জরুরী প্রয়োজন, যেমন দুর্যোগ, দুর্ঘটনা এবং অন্যান্য;

৬. বর্তমান প্রয়োজনীয়তা এবং অগ্রাধিকার পূরণে স্ানীয় সম্পদের পর্যাপ্ততা; এবং

৭. নতুন অথবা নিকট ভবিষ্যতে বাস্তবায়ন করতে হবে এরূপ পরিকল্পনা, উন্নয়ন প্রকল্প, প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রকল্পসমূহ ।

উপজেলা পরিষদের সদস্যরা যদি পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা সংশোধনের ব্যাপারে সর্বসম্মতিক্রমে ঐক্যমতে পৌঁছায় যে সংশোধন করতে হবে, তাহলে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নকালের অনুসৃত প্রক্রিয়া অনুযায়ী এই সংশোধন করতে হবে করতে হবে। প্রস্তাবিত সংশোধনগুলোর গুরুত্ব বিবেচনা করে এই প্রক্রিয়া সহজতর করা যেতে পারে যদিও পূর্বে অনুসৃত প্রক্রিয়া মেনে চলাই বাঞ্ছনীয়। যদি পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় সংশোধন আনা হয় তাহলে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং বাজেটেও সে অনুসারে সংশোধন আনতে হবে।

পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের শেষে একটি চূড়ান্ত মূল্যায়ন করতে হবে যার মাধ্যমে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে প্রত্যাশিত ফলাফল (পরিবর্তন) অর্জিত হয়েছে কিনা এবং এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকে কি শিক্ষা অর্জিত হলো যা পরবর্তি পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা তৈরিতে সহায়তা করবে। চূড়ান্ত মূল্যায়ন তৃতীয় পক্ষ দিয়ে করানো উচিৎ যেখানে প্রত্যাশিত ফলাফল এবং সূচকগুলি পরিকল্পনামাফিক অর্জন করা গেছে কিনা তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়। যদি পরিকল্পনা মাফিক অর্জন সম্ভব না হয়ে থাকে, তাহলে কোন বিষয়গুলি এর জন্য দায়ী? এতে কি শিক্ষা লাভ করা গেছে (পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা চক্রের ব্যবস্াপনায় কোন

বিষয়গুলি কাজ করছে আর কোনগুলি করছে না, যেমন প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন), প্রক্রিয়া (পরিস্থিতি বিশেষন, সম্পদের চিহ্নিতকরণ, অগ্রাধিকার, ইত্যাদি) এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এইগুলি উন্নয়ন কার্যক্রম চক্রের পদ্ধতি এবং গুণগতমানের উন্নয়নে সাহায্য করবে

নং	পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য	ফলাফল	পরিমাপযোগ্য সূচক	এ পর্যন্ত অর্জন (অর্জিত অভিষ্ঠের	সম্পদ (%)
০১	গ্রামীন সমাজে অবকাঠামোগত উন্নয়ন	উন্নত জীবিকা এবং সরকারী পরিসেবায় নাগরিকদের অভিগম্যতা বৃদ্ধি	..... কি.মি. রাস্তা .....টি ব্রীজ	২০১৯: ১৫% ২০২০: ২০% ২০২১: ___% ২০২২: ___% ২০২৩: ___%	২০১৯: ১৫% ২০২০: ২২% ২০২১: ___% ২০২২: ___% ২০২৩: ___%

উ. সময়ে উল্লেখ করার মত বিষয়সমূহঃ

- পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা ও বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে বিলম্ব হওয়ায় উপজেলা পরিষদ ১ম বছরের বার্ষিক পরিকল্পনার সব প্রকল্প বাস্তবা য়ন

করতে পারে নি। উপজেলা পরিষদের উচিৎ বার্ষিক পরিকল্পনার প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয়ঃ

- এডিপি'র প্রথম কিস্তি প্রাপ্তির বিলম্বের কারনেও প্রকল্পের বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়েছে। উপজেলা পরিষদের বছরের শুরুতে বার্ষিক পরিকল্পনার

কিছু প্রকল্পের অর্থায়ন করার জন্য রাজস্ব উদ্বৃত্ত ব্যবহারের অনুমোদন দেয়া প্রয়োজন।

০২	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে ঝড়ে পরার হার হ্রাস করা	নিম্ন আয়ের পরিবারের সকল শিক্ষার্থীদের খাদ্য সহায়তা প্রদান করা।	..... পরিবারের ..... শিক্ষার্থীদের ..... খাদ্য সহায়তা	২০১৯: ১৫% ২০২০: ২০% ২০২১: ___% ২০২২: ___% ২০২৩: ___%	২০১৯: ১৫% ২০২০: ২২% ২০২১: ___% ২০২২: ___% ২০২৩: ___%

উ. সময়ে উল্লেখ করার মত বিষয়সমূহঃ

- খাদ্য সহায়তা ঝড়ে পরার হার কমাতে কার্যকর হয়েছে তবে দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচী বজায় রাখার জন্য এতে প্রচুর সম্পদ প্রয়োজন। এই সমস্যা

মোকাবেলা করার জন্য অন্য কিছু সাহায্য প্রয়োজন।

গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয়ঃ

- ইউনিয়ন থেকে পাওয়া কিছু প্রকল্প প্রস্তাবের মান খারাপ ছিল। দরপত্র ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া দ্রুততর করার জন্য প্রকল্প প্রস্তাবের মান উন্নত করা

প্রয়োজন। উপজেলা প্রকৌশলী কর্তৃক ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রকল্প শীট তৈরির প্রশিক্ষণ প্রদানের সুপারিশ করা হচ্ছে।

০৩

উ. সময়ে উল্লেখ করার মত বিষয়সমূহঃ

গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয়ঃ

১০.উপজেলা পরিষদ, ইউসিএফবিপিএলআরএম এবং টিজিপি'র সদস্যের তালিকা

অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্নীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি (ইউসিএফবিপিএল)

অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্নীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটির (ইউসিএফবিপিএলআরএম) প্রধানতম দায়িত্ব হচ্ছে উপজেলা পরিষদ ও হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের ঘনিষ্ট সহযোগিতায় উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের (যথাঃ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষন ও মূল্যায়ন, রিপোর্টিং) ব্যবস্পনায় নেতৃত্ব দেয়া।হাতিয়া উপজেলার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২০-২৪ ও বার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৯-২০ প্রণয়নে

এই কমিটি তাদের ভূমিকা পালন করেছে।

ছক ৮ঃ হাতিয়া উপজেলার ইউসিএফবিপিএলআরএম কমিটির সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী

পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক কারিগরি দল (টিজিপি)

পঞ্চবার্ষিক ও বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে ৫থেকে ৮ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

যেখানে ৩ থেকে ৬ জন সদস্য হস্তান্তরিত বিভাগ থেকে থেকে এবং ১ থেকে ২ জন সদস্য এনজিও বা বেসরকারি খাত থেকে নির্বাচন করা যেতে

পারে। পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি দল (টিজিপি) অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি ও উপজেলা পরিষদকে নিয়মিতভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের প্রক্রিয়া ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা করবে। নাজিরপুর উপজেলার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২০-২৪ ও বার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৯-২০ প্রণয়নে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে টিজিপি গঠন করা হয় যেখানে বাকি ৪ জন সদস্য হস্তান্তরিত বিভাগ থেকে নেয়া হয়েছে।

ছক ৯ঃ নাজিরপুর উপজেলার পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক কারিগরি দলের সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী

ছক ১০ ঃ উপজেলা পরিষদের সদস্যদের তালিকা